ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 June 2022 ■ আগরতলা ২৯ জুন, ২০২২ ইং ■ ১৪ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, আইনী সমস্যায় বিধায়ক পদে শপথ নিলেন না মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। গভীর সংকটে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। আইনি সমস্যার কারণে আজ তাঁর শপথ নেওয়া হল না। কারণ, এখনো তিনি রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করেননি। ফলে, আজ সদ্য নির্বাচিত তিন জন বিধায়ক পদে শপথ নিলেও, কয়েকদিন বাদে মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবেন বলে জানিয়েছেন। আজ বিজেপির নির্বাচিত সদস্য হিসেবে বিধায়ক পদে শপথ নিয়েছেন স্বপ্না দাস এবং মলীনা দেবনাথ। কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে বিধায়ক পদে শপথ গ্রহণ করেছেন সুদীপ রায় বর্মণ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা বলেন, কিছু সমস্যার কারণে আজ তাঁর শপথ নেওয়া হচ্ছে না। তবে, শীঘ্রই তিনি বিধায়ক হিসেবে শপথ নেবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, উন্নয়নের প্রশ্নে উপনির্বাচনে জনাদেশ বিজেপির অনুকূলে গেছে। আগামী দিনেও উন্নয়নের ধারা তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

প্রথম বিধায়ক হয়ে শপথ নেওয়ার পর অনুভূতি তুলে ধরেন বিজেপির নির্বাচিত সদস্য স্বপ্না দাস ও মলীনা দেবনাথ। তাঁদের বক্তব্য, জনগণের আশীর্বাদে পবিত্র বিধানসভায় স্থান পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। মানুষের প্রত্যাশা পূরণে আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে।

এদিন সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, মানুষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা

আবারও আমাকে তাঁদের সেবা করা সুযোগ দিয়েছেন, আমায় ভরসা করেছেন। তিনি বলেন, অতীতে বহুবার মানুষের স্বার্থে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পিছপা হইনি। শাসক দলে থেকে সরকার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছি। সেই ধারা আগামীদিনেও জারি থাকবে।

এদিকে, বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, উপনির্বাচনে চার নবনির্বাচিতদের মধ্যে তিনজন আজ শপথ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা বিধায়ক পদে এখনই শপথ নিতে পারছেন না। কারণ, তিনি এখনো রাজ্যসভার সাংসদ রয়েছেন। ফলে, সাংসদ পদে ইস্তফা না দেওয়া পর্যন্ত তিনি বিধায়ক হিসেবে শপথ নিতে পারবেন না।

সাথে অধ্যক্ষ যোগ করেন, নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে বিধায়ক পদে শপথ নিতে হবে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহার ওই সময়ের আগেই সাংসদ পদে পদত্যাগ করে বিধায়ক হিসেবে শপথ নিতে হবে। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ডা: মানিক সাহা সাংসদ পদে পদত্যাগ করবেন বলেই মনে হচ্ছে। তবে, সম্পূর্ণই তাঁর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে।

উদ্ভূত আইনি সমস্যার সম্মুখীন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা এবং বিজেপি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে ঘিরেও ওই সমস্যা গাঢ় হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এক জন সাংসদের ভোটের মূল্য ৭০০ এবং বিধায়কের ২৬। ফলে, সাংসদ হিসেবে ডা: মানিক সাহা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক পদে শপথ তিনজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিধানসভা ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করলেন নবনির্বাচিত তিন জন বিধায়ক। তাদের মধ্যে দুজন শাসকদল বিজেপির বিধায়ক এবং অপর একজন কংগ্রেস দলের বিধায়ক। মঙ্গলবার দুপুরে ত্রিপুরা বিধানসভা ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করলেন তিনজন নবনির্বাচিত বিধায়ক। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের ওপর নির্বাচনে চার জন বিধায়ক নির্বাচিত হলেও টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রের বিধায়ক ডক্টর মানিক সাহা এদিন আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করেননি। কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং বিজেপি দলের বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল এবং যুবরাজ নগর কেন্দ্রের বিধায়ক মলিনা দেবনাথ মঙ্গলবার বিধানসভা ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রের বিধায়ক ডক্টর মানিক সাহা রাজ্যসভারও সাংসদ। বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করার আগে তাকে সংসদের পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে। সে কারণেই ডক্টর মানিক সাহা মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করেননি। তিনি বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী নবনির্বাচিত তিনজন বিধায়ককে শপথ বাক্য পাঠ করান।

মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা শপথ গ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী জানান, তিনি একদিকে যেমন বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ঠিক তেমনি তিনি রাজ্যসভার সদস্যও। তিনি নিজেই ঠিক করবেন রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে থাকবেন নাকি বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, যেহেতু ডঃ মানিক সাহা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন সেহেতু তিনি হয়তো রাজ্যসভার সদস্যপদ ছেড়ে বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন।

বিধায়ক হিসেবে আজ শপথ গ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ডঃ মানিক সাহা জানান যেহেতু তিনি রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত সেহেতু আইনগত দিকগুলো বিচার বিবেচনা করেই তিনি পরবর্তী সময়ে বিধায়ক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করবেন। তবে খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ ও নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার আজকের বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরে লোক নিয়োগ ও নতুন পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবিষয়ে জানাতে গিয়ে বলেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে ১ হাজার পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে। এরমধ্যে ৫০০ পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে এবং ৫০০ পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত সদ্য অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের আগেই নেওয়া হয়েছিল।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরে ১০০ জন জুনিয়র ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্তও আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরে ৬০ জন এগ্রিকালচার অফিসার পদে নিয়োগের সিদ্ধান্তও আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। টিপিএসসি-র মাধ্যমে এগ্রিকালচার অফিসার পদে লোক নিয়োগ করা হবে বলে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীচৌধুরী জানান।

তিনি আরও জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আইসিডিএস প্রজেক্টের অধীনে ২৫ জন সুপারভাইজার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরে ১৭৯ জন অ্যানিমেল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্টেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে মোট ২২ জন লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে নেওয়া হবে ১৬ জন এবং এলডিসি পদে লোক নিয়োগ করা হবে ৬ জন।

এছাড়াও আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরে নতুন পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী জানান, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে আনতে গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে রক্তাক্ত জামাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে আনতে গিয়ে শ্বশুরের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন জামাতা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উদয়পুর চন্দ্রপুর এলাকার যুবক নান্টু চৌধুরী সোমবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোরা এলাকায় তার শ্বশুরবাড়িতে যান স্ত্রী মৌসুমী দেবনাথকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য। বাইখোরা শ্বশুরবাড়ি যাওয়া মাত্র শ্বশুর দুলার দেবনাথ জামাতা নান্টুকে দেখে দাঁড়ালো অস্ত্র দিয়ে তার হাতে আঘাত করেন। তাতে আহত হন জামাতা নান্টু।

মঙ্গলবার রাধাকিশোরপুর থানায় শ্বশুর দুলাল দেবনাথের বিরুদ্ধে মামলা করতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নান্টু চৌধুরী জানান, গত এক বছর আগে মোবাইলের সূত্র ধরে তাদের ভালোবাসা সম্পর্কে জড়িয়ে ছিল নান্টু এবং মৌসুমী। পরে তাদের বিয়ে হয়েছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১ জুলাই থেকে শুরু খার্চি উৎসব প্রস্তুতি জোর কদমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। প্রতি বছরের মতো এবারও শুরু হচ্ছে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব ও মেলা। উৎসবস্থল আগরতলার চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে এখন প্রস্তুতির কার্যক্রম চলছে। ১ থেকে ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে এই উৎসব। ১ থেকে ৭ জুলাই পুরানো হাভেলিতেশুরু হচ্ছে সপ্তাহব্যাপী খার্চি উৎসব ও মেলা। মেলা কে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে তোলার জন্য চলছে শেষ প্রস্তুতির কাজ। মন্দির প্রাঙ্গনের সমস্ত মন্দির নতুন সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। শেষ তুলির টানে মন্দির প্রাঙ্গণ দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠছে।

গত দু'বছর করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত কারণে মেলা ও উৎসবে তেমন সমাগম হয় নি। স্বাভাবিক কারণেই এ বছর মেলা ও উৎসব আনন্দ মুখর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রস্তুতি কমিটি ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। মেলা ও উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন রাজ চন্তাই।রাজন্য আমলে শুরু হওয়া এই মেলা উত্তরপূর্ব ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন মেলা। প্রতি বছরই মেলায় লোক সমাগম বাড়ছে।

ত্রিপুরার পাশাপাশি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএমসির ইন্টার্নদের আন্দোলন প্রত্যাহার না হলে কঠোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নদের আন্দোলন প্রত্যাহার না হলে কঠোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে কর্মরত ইন্টার্ন ডাক্তারদের গণ অবস্থান আন্দোলন আজ ১৭ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। আন্দোলন প্রত্যাহার করে ইন্টার্ন ডাক্তারদের অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ইন্টার্নশিপ স্টাইপেন্ড বাড়ানোর দাবিতে গত ১৫ দিন ধরে কলেজ ভবনে আন্দোলন করছেন ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ইন্টার্নরা। চলমান অস্থিরতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা এবং বিষয়টি সম্পর্কে টিএমসি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্টের অফিস চেম্বারে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ইন্টার্ন ডাক্তারদের কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। কর্তৃপক্ষের তরফে সাংবাদিকদের অবহিত করে জানানো হয় ইন্টারদের প্রধান দুটি দাবির মধ্যে একটি দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট ডাক্তাররা প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে হোস্টেল চার্জ দিতেন। এই হোস্টেল চার্জ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। তাদের অপর মূল দাবি হলো তাদের মাসিক স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি করে কুড়ি হাজার টাকা করা। বর্তমানে তারা প্রতি মাসে সাড়ে ১৪ হাজার টাকা স্টাইপেন্ড পাচ্ছে।

স্টাইপেন্ড বৃদ্ধির দাবিতে তারা গত ১৭ দিন ধরে গণঅবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান ইন্টার্ন ডাক্তারদের ইন্টার্ণশিপ বাধ্যতামূলক। ইন্টার্নশিপ পূরণ করা না হলে তারা চূড়ান্ত সার্টিফিকেট পাবে না। এসব বিষয়ে তাদেরকে বারবার বুঝানো হচ্ছে। তারা দাবি করেছেন আগরতলা মেডিকেল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আদালতের রায়ে আমবাসা কালীবাড়ির দায়িত্ব হস্তান্তর নিয়ে বিরোধ, সড়ক অবরোধে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। আইনে আস্থা নেই বিজেপি নেত্রী দীপা দেবের। আদালত আদৌ কিছু জানে কি, প্রশ্ন তাঁর। কি বুঝে আদালত রায় দিয়েছে। আদালতের রায় মানবেন না তিনি। আমবাসা কালী বাড়ি নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড সাত সকালে। আদালতের রায় মানবেন না এলাকাবাসী থেকে শুরু করে পৌর পরিষদের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ধলাই জেলা আদালতের রায়ে আমবাসা কালী মন্দির নিয়ে নির্দেশ জারির পর মঙ্গলবার সকালে আদিত্য কুমার তিওয়ারির পরিবার মন্দিরের সেবায়েত হিসেবে দায়িত্ব নিতে এলে আমবাসার লোকজন প্রতিবাদ জানান। তাঁদের বক্তব্য, আমবাসা কালীবাড়ি মন্দির দীর্ঘ ১০০ বছরের পুরনো, এই মন্দিরে বাইরে থেকে লোক এসে কেউ দখল করতে পারবে না বলে অভিমত এলাকাবাসীর। মন্দিরে আদিত্য কুমার তেওয়ারির বাড়ির লোকজন ঢুকতেই বিক্ষোভ দেখান আমবাসা এলাকার লোকজন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে আমবাসা এলাকার লোকজন জাতীয় সড়ক অবরোধে বসেন। দীর্ঘক্ষণ চলে এই অবরোধ। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনমাস ধরে বিদ্যুতের চপলতা ক্ষোভে পথ অবরোধ ভোক্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। সাবকা সাথ সাবকা বিকাশের দাবড়ানি খেয়ে তিনমাস ধরে একটি গ্রাম থেকে রিতিমতো লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে বিদ্যুৎ। তীব্র গরমে এখন নাজেহাল অবস্থা গ্রামের চলো পাল্টাই শ্লোগানের পালতোলা ভোটার থেকে সমস্ত অংশের নাগরিকদের।

অভিযোগ, কর্তৃপক্ষকে বারংবার জানিয়েও সমস্যা মেটাতো দূর, উপরন্তু গোদের উপর বিষফেঁড়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। বাধ্য হয়ে সমস্যা থেকে উত্তরনের লক্ষে এবারে সড়ক অবরোধে সামিল ভূক্তভোগী জনগন। ঘটনা মঙ্গলবার কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায় থানাধীন ডেমডুম কৈচন্দ্র পাড়ায়।

স্থানীয়দের কথায়, দীর্ঘ কয়েকমাস ধরেই পালা করে বিদ্যুতের লুকোচুরিতে নাজেহাল সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। গ্রাহকদের আরো অভিযোগ, বিগত টানা তিনমাস ধরে একেবারেই এলাকা থেকে উধাও বিদ্যুৎ। তাদের কথায়, নিজের খেয়ালখুশি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টিতে ভিজে চুন বোঝাই গাড়িতে আগুন উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। বৃষ্টিতে ভিজে চুন বোঝাই গাড়িতে অগ্নিকাণ্ড। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় লক্ষাধিক টাকা বলে দাবি চালকের। ঘটনাস্থলে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে উদয়পুর বনদোয়ারস্থিত দুর্গাবাড়ি এলাকায় উদয়পুর-অমরপুর সড়কে একটি বোলেরো গাড়িতে করে চুন এবং ব্লেচিং পাউডার নিয়ে যাওয়ার সময় বৃষ্টির জল পড়তেই ব্লিচিং পাউডার এবং চুনে অগ্নিসংযোগ ঘটে যায়। গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। জানা গেছে গাড়িটি আগরতলা থেকে চুন এবং বিচিং পাউডার বোঝাই করে উদয়পুর যাচ্ছিল। এদিকে গাড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় উদয়পুর -অমরপুর সড়কে বেশ কিছুক্ষণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী চোরাচালান, আটক সাত যুবতী পৃথক স্থানে কোটি টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুন।। নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও বড় সাফল্য পেল পুলিশ। এবার অভিনব কায়দায় গাঁজা পাচার করতে গিয়ে বাগবাসা পুলিশের হাতে আটক ছয় লক্ষ টাকার শুকনো গাঁজা সমেত আট পাচারকারী।

এবার অভিনব পদ্ধতি ও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে মাদক পাচারকারীরা। বিশেষ করে গাঁজা পাচারের ক্ষেত্রে এবার রেল পথকে করিডোর করে যাত্রী সেজে গাঁজা পাচার অব্যাহত রেখেছে বহিঃ রাজ্যের মহিলারা। অনুরূপ মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর জেলার বাগবাসা আউট পোষ্টের পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে, একদল

ধর্মনগরে গাঁজা সহ আটক সাত যুবতী এবং এক ব্যক্তি। ছবি নিজস্ব।

মহিলা বহিঃ রাজ্যে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সূত্র ধরে সানীয় আউট পোষ্টের পুলিশ বাগবাসা এলাকার ধর্মনগর-বাগবাসা সড়কের উপর ওঁৎপেতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় হাতেনাতে ধরা পড়ল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ জুন।। চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক চোর। তাকে উত্তম মধ্যম তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাতে। মঙ্গলবার সাত সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বিলোনিয়া সাতমুড়া বাজারের মানিক লাল সাহার মুদির দোকানে। ২৬ হাজার ১০০ টাকা চুরি করতে গিয়ে দোকানের মালিকের হাতে ধরা পড়ে যান প্রসেনজিত দে নামে এক যুবক। অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি বিলোনিয়া থানাধীন মিজিরখিল এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে দোকানের মালিক মানিক লাল সাহা জানিয়েছেন, আজ সকালে দোকান খোলা রেখে জল আনতে যান তিনি। তারপর সুযোগ বুঝে প্রসেনজিৎ দোকানে প্রবেশ করে কেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নেই তবু সফরে যাবেন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহা

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ২৮ জুন।। দ্রৌপদী মুর্মু ২৪ শে জুন ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তাঁর মনোনয়ন পত্র পেশ করার পরে চুপচাপ বসে বসে বই পড়ছেন এবং তাঁর প্রচার শুরু করার আগে কয়েকজন বিজেপি নেতার সাথে দেখা করছেন। বর্তমানে, নয়াদিল্লীতে চাণক্যপুরীর উমা দীক্ষিত মার্গে অবস্থান করছেন। প্রোটোকল অনুসারে, প্রার্থীকে নগর উন্নয়ন মন্ত্রক বাসস্থান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দ্বারা জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে।

তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, বিজেপির নেতৃত্ব তাকে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা না বলার পরামর্শ দিয়েছেন, শুধুমাত্র নির্বাচিত বিজেপি নেতারাই তাঁর সাথে দেখা করতে পারবেন। বিজেপির সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইনচার্জ বিএল সন্তোষ এবং নরেন্দ্র তোমর আনুষ্ঠানিক প্রচারের জন্য তার সময়সূচী প্রস্তুত করতে ব্যস্ত যা ১ জুলাই থেকে শুরু হতে পারে।

এদিকে, বিরোধী জোটের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা, যিনি ২৭ জুন তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন তিনি কেরালা থেকে তার প্রচার শুরু করেছেন এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটকে যাবেন। মজার বিষয় হল, শ্রী সিনহা তাঁর প্রচার সফরে জম্মু ও কাশ্মীরও যাবেন। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে কোনো বিধানসভা নেই। তবে তার ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে যে শ্রী সিনহা যেহেতু দেশের প্রতিটি রাজ্য সফর করছেন তাই তিনি এই বিষয়ে জম্মু ও কাশ্মীর সফর করবেন কারণ এটি আমাদের দেশের অংশ।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৭০ ▫ ২৯ জুন ২০২২ ইং ▫১৪ আষাঢ় ▫ বুধবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

হিংসা উন্নয়নের পথে কাঁটা

সুস্থ সমাজ সুষ্ঠু রাজ্য সুষ্ঠু দেশ গঠনের স্লোগান তুলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারীরা জনগণের মন জয় করিয়া ভোটের বৈতরণী পার হইয়া থাকেন। ভোটের আগে পর্যন্ত ভোটাররা ভোট প্রার্থী অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গণদেবতা হিসাবে নমস্য হইয়া থাকেন। ভোট প্রচারে গিয়া করে ভোট প্রার্থনা করেন। এই চিত্র প্রতিনিয়ত সর্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অথচ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইয়া দেবতা তুল্য ভোটারদের বেমালুম ভুলিয়া যান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। যাহাদেরকে গণদেবতা বলিয়া কড় জুড়ে জয় করিবার জন্য আবেদন নিবেদন করিয়াছিলেন তাহারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বিষয় হইয়া ওঠেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিজেকে ঈশ্বর তুলল বলিয়া মনে করেন। ইহা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের।দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনিয়া আসিয়াছি এটাই নাকি রাজধর্ম। কিন্তু দুষ্টের দমনের মূলে যদি থাকে বিভেদের রাজনীতি ? তাহাকে কি রাজধর্ম হিসাবে মানিয়া নেব ,না অধর্মের শাসন মনে করিব ? এ নিয়া সত্যি কোনও তর্ক থাকিতে পারে ? এ প্রসঙ্গ এখন বিশ্বজুড়িয়াই আলোচনার কেন্দ্রে। তবে তথ্য যাহি বলিতেছে তাহা হইল বিভেদ ও বিবাদ যেমন সংসারে ঘুণ ধরায়, ঠিক তেমনি দেশের উন্নয়নের পথেও কাঁটাহইয়া দাঁড়ায়। আবার উল্টোদিকে নাগরিকের স্বার্থে সামাজিক ভাবে সুস্থির রাষ্ট্র পাশে থাকিলে উন্নয়নের ফল ভোগ করে সে দেশের প্রতিটি মানুষ।আমরা বলিতেই পারি, এ আবার নতুন করিয়া জানিবার কী আছে? এ তো সাধারণ বুদ্ধিই বলিয়া দেয়। হয়ত। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিকে তথ্য দিয়া যাচাই করিয়া নেওয়াই তো গবেষকের কাজ। কারণ, অনেক সময় স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়া বা আপাত দৃষ্টিতে যা ঠিক মনে হয়, তাহা আসলে হানিকরও হইয়ি উঠিতে পারে। যাহা প্রাসঙ্গিক তাহা হইল আমাদের আর্থিক বৃদ্ধি নিয়া হইচইয়ের সঙ্গে তাল মিলাইয়া সামাজিক প্রায় প্রতিটি সূচকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া অবনমন। ক্রমবর্ধমান সামাজিক হিংসার সঙ্গে পা মিলাইয়া বাড়িতে থাকা আর্থিক বৈষম্য।এটা যে শুধু আমাদের দেশের সমস্যা তাহা নয়। তথাকথিত উন্নত দুনিয়াতেও এই সামাজিক হিংসা ও বৈষম্য কোভিডের মতোই অতিমারির আকার নিয়াছে। এদিকে ব্যতিক্রম হইয়া এখনও সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ডের মতো নর্ডিক দেশগুলি মেরুর অন্যপ্রান্তে দাঁড়াইয়া লাতিন আমেরিকায় কলম্বিয়ার মতো দেশগুলি ক্রমাগত আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চলিয়াছে সামাজিক হিংসা উন্নয়নের পথকে ঠিক কতটা পিচ্ছিল করিয়া তুলিতে পারে।এ শুধু মুখের কথা বা শুধুই বিরোধী রাজনীতির স্লোগান কি না তাহাও খতিয়ে দেখিয়াছেন অনেকেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক হিংসা উন্নয়নের রাস্তাকে কী ভাবে পিচ্ছিল করিয়া তোলে তাহার অনুসন্ধানও অনেকেই করিয়াছেন। যে কোনও দেশেই রাজনৈতিক ও সামাজিক হিংসা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। কলম্বিয়াকে ধরিয়া আর্থিক তথ্য যাচাই করিয়া দেখা গিয়াছে রাজনৈতিক ও সামাজিক হিংসা লগ্নির পথে অন্তরায়, এবং তাহা সামাজিক ও আর্থিক পরিকাঠামো পঙ্গু করিয়া দেয়। শুধুই ক্ষোভ হিংসার রাজনীতির মূলে নয়। ক্ষোভ তৈরি করে, তাহার পর তাহার উপর ভর করিয়া তৈরি করা হিংসা আর্থিক লাভ এবং ক্ষমতার উৎস হইয়া ওঠে। বিভেদের রাজনীতি যেমন ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখিতে চায় একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে, ঠিক একই ভাবে এই রাজনৈতিক বলয় তৈরি করে এক বিশেষ ব্যবসায়ী শ্রেণি। রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা তখন এই দুই শ্রেণির মধ্যে এমন এক নির্ভরশীলতা তৈরি করে যে তাহা ভাঙা দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে।চিন্তার ব্যাপার , এই হিংসার রাজনীতি বিভিন্ন স্তরে শুধু বৈষম্যই তৈরি করে না, রাষ্ট্রযন্ত্রকেও সাধারণের কাছ থেকে দূরে নিয়া যায়, আইনের পথে শাসনের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে যাহা পরবর্তী কালে দমননীতির রাস্তা মসৃণ করে।এর থেকে বের হইয়া আসিবার রাস্তা হইল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার। কিন্তু এই গবেষণার প্রতিপাদ্যই স্পষ্ট করিয়া দেয় যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসার এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পরিপন্থী। তবে যে দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক হিংসার রমরমা সে দেশে নাগরিকমুখী এ ব্যবস্থা কাহার হাত ধরিয়া বা কী ভাবে আসিবে তাহা নিয়া সন্দেহ রহিয়াছে।

আমাদেরকে এমন সমাজ গঠন করিতে হইবে যাহাতে নাগরিকদের উন্নত জীবনযাত্রার মান এবং নাগরিকদের মধ্যে অধিকারের এবং সেই অধিকার কার্যকর করিবার মধ্যে কোনও বৈষম্য না থাকে। এই জায়গাটায় তৈরি

হইয়াছে অবাধ বাজার এবং কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের এক দক্ষ মিশ্রণে। মাথায় রাখিতে হইবে যে এই ব্যবস্থার বিরোধীও আছেন। তাঁহাদের আপত্তি নাগরিক জীবনে রাষ্ট্রের ব্যাপক উপস্থিতি নিয়া। কিন্তু এটাও ঠিক যে গড়ে ২৫ শতাংশ নাগরিকের বিশ্ববিদ্যালেয়ের উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি আছে এবং সেই শিক্ষার খরচ রাষ্ট্রই বহন করে। নাগরিকের বাকস্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও এ দেশগুলি কিন্তু বিশ্বের সব রাষ্ট্রের শীর্ষে।রাজধর্ম যদি হয় নাগরিকের স্বার্থ রক্ষা তাহা হইলে তাহা একমাত্র হইতে পারে বিভেদ এড়াইয়া আইনের শাসনেই। শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণকে শাসনের একমাত্র অভিমুখ করিয়া তুলে। আর তাহার প্রাথমিক পদক্ষেপই কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক হিংসাকে অস্ত্র নয়, শত্রু মানিয়াই এগিয়ে যাওয়া।

পরিকল্পনা করে নিজেদের ব্যবসারই সোনা লুট, গ্রেফতার ২

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : প্রায় ২৪ ঘণ্টার কম সময়েই সিংহী বাগান এলাকার জোড়াসাঁকো আবাসনের কাছে ডাকাতির কিনারা করে ফেলল পুলিশ। পরিকল্পনা সাজিয়ে নিজেদের ব্যবসারই সোনা লুট করে অভিযোগ জানাতে গিয়ে জেরার মুখেই ভেঙে পড়ল ষড়যন্ত্রকারীরা। গিরীশ পার্ক থানার পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম নীতীশ রায় এবং নীতীন রায়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় দেড় কেজি সোনার বার। ধৃতদের মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হবে।জানা গেছে, সোমবার গিরীশ পার্ক থানায় ডাকাতির অভিযোগ দায়ের হয়। বলা হয়, সিংহী বাগান এলাকার জোড়াসাঁকো আবাসনের কাছে ট্যাক্সি চড়ে আসে দুই দুষ্কৃতী। সেসময় নীতীশ রায় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সোনাদানা ছিল। দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর হামলা চালিয়ে সোনা লুট করে। তারপর ওই ট্যাক্সিতেই ফের পালিয়ে যান। এহেন অভিযোগ পেয়ে সন্দেহজনক বলে মনে হয় পুলিশের। নীতীশকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে গিরীশ পার্ক থানার পুলিশ। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কার্যত কেউটে বেরিয়ে পড়ে। টানা জেরার পুলিশ বুঝতে পারে, নীতীশ নিজেই এই কাজে জড়িত। পুলিশের দাবি, জেরার মুখে নীতীশ সব স্বীকার করে নেয়। সোনা লুটের গল্প তার নিজেরই মনগড়া। ভাই নীতীনকে সঙ্গী করে সে ডাকাতি করেছিল। গল্প বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নিজেই নিজেকে আঘাতও করেছিল। সে কটকের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর অধীনে কর্মরত বলে জানা যায়। ওই ব্যবসায়ীর কলকাতার কাজের সম্পূর্ণ ভার ছিল নীতীশের উপর। সেই সুবাদে প্রচুর সোনার বার এসেছিল তার হাতে। তা লুটের ছক করেছিল। পরে তার ভাই নীতীনকে দমদমের নয়াপট্টি রোড থেকে গ্রেফতার করা হয়। দু'জনের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সাতটি সোনার বার, যার একেকটির ওজন ১১৬ গ্রাম, আরেকটির ওজন ৭৪৩ গ্রাম।

অসাম্প্রদায়িক চেতনায় নজরুল

বিমল ভৌমিক

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্যকভাবে অনুধাবন করেছিলেন এ দেশের পরাধীনতার প্রধান কারণ হিন্দু- মুসলমানের অনৈক্যতা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মূল দুর্বলতম দিক- হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। যা নজরুল অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করেছেন। কবির "জবান বন্দি" সম্বর্ধনা সভায় বক্তব্য দিতে তার উপলব্ধি ব্যক্ত করেন, "কেউ বলে আমাকে যবন, কেউ বলে কাফের, আসলে ও দুটোর কোনটাই নহি; হিন্দু মুসলমানের দলাদলি কে গলাগলি করতে চেয়েছি।" এ উক্তিতেই প্রমাণিত, নজরুল ছিলেন, মনেপ্রাণে এবং জীবনাচারে একজন সম্পূর্ণ অসাম্পদায়িক। তিনি বিদ্রোহ করেছেন, বিদ্রোহের গান গেয়ে জাতিকে করেছেন সচেতন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তীব্রভাবে। যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন, পচা- সেই সনাতনী চেতনার বিরুদ্ধে ছিল তার প্রতিবাদ। ধর্ম নিয়ে ভন্ডামি ও কুসংস্কারকে তিনি কখনোই প্রশ্রয় দেননি। তিনি জাতিকে সচেতন করতে ইসলাম ধর্ম ও কাহিনী বিষয়ক কবিতা-গান লিখে এক কৌশলগত তাত্ত্বিকতার অবতারণা করেছেন। তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তৎকালীন ধর্ম প্রচারক মোলস্নারা যে জিগির তুলেছিল- তা ছিল বাংলা এলাকায় আরবি ভাষায় প্রচারিত এক ইসলামী ভ্রান্তদর্শন। যা ইসলামের মূল চেতনা বা প্রাণশক্তিহীন। নজরুল নিজেই এটা অনুধাবন করে বলেছেন, গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃতি ও সমানাধিকার প্রচারের ধারে কাছে তো ছিলই না বরং তা ছিল কেতাদুরস্ত পোশাকি মেকি প্রচার। নজরুল শুধু ভাবাবেগ নিয়ে ইসলামী ভাবধারায় কবিতা বা গান লেখেননি, একটি তাত্ত্বিক কৌশল থেকে এসব রচনায় প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। মূলত: উদ্দেশ্য মাতৃ ভাষায় সৃজনশীল প্রকাশনায় ধর্ম ও ধর্মের বাণী সাধারণের বোধগম্য ও সহজতর করে তোলার চেষ্টা। বিপস্নবী মানবতার কবি নজরুল ১৯২১ সালে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হলে বাঙালির চেতনালোকে ঝড় তুলেছিলেন। সে বিদ্রোহ ছিল- অন্যায়, অসত্য, শোষণ-নিপীড়ন, বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, কলুষিত নষ্ট সনাতন মিথ্যার বিরুদ্ধে, সর্ব প্রকার কুসংস্কারের বিপক্ষে। তিনি অত্যন্ত সচেতনতাসহ কুশলতার সঙ্গে রচনা করেছেন তার কবিতা ও গানসমূহ। তিনি প্রেম ও দ্রোহের মেলবন্ধনে পাঠক হৃদয় যুদ্ধ করার প্রয়াসী হয়েছেন নিজ জীবনাচরনের প্রেক্ষিতে। অসাধারণ ক্ষমতা অর্জনে ভাষা ও ভাববস্তুর সংমিশ্রণে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেওয়ার পরিসর শক্তিশালী এবং নিরন্তর সংবেদী আবেদনে মথিত করেছেন। তার সর্বকালীন আবেদনের মূলে রয়েছে প্রগাঢ় মানবতাবোধ। সর্বস্তরের মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি, দুঃখীদের অসহায়ত্ত আন্তরিক উপলব্ধিতে শোষিত-নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের জন্য প্রবল সহমর্মিতা ও সহৃদয়তা তার সাম্য চিন্তাচেতনার একটি প্রকৃষ্ট প্রতিফলন। দুর্বল চিত্ত ভীরু মানুষকে নজরুল দিয়েছেন অদম্য সাহস, সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দীপনা। তিনি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় খুঁজেছেন মুক্তির পথ, ইতিহাস পর্যালোচনায় পেয়েছেন প্রগতির দীক্ষা। নজরুল যে শুধু ধর্মীয় চেতনাসমৃদ্ধ সাহিত্যে ও গান নিছক কাব্যিক ভাবাবেগে লিখেছেন তা কিন্তু নয়, বরং তার মধ্যে নিহিত ছিল একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের তার্কিক কৌশল ও অসাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বুঝেছিলেন- একমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি মাধ্যমেই হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর অশ্রদ্ধা দূর করা সম্ভব। তৎকালীন "নবযুগ" পত্রিকায় নজরুলের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি এতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ছুৎমার্গের বিষয় উল্লেখ করে রেলগাড়িতে হিন্দু-মুসলমানের এক সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক সত্য ঘটনার অবতারণা করে বুঝাতে চেয়েছেন- তবে এ সুবিধা তো ব্রিটিশ শাসকদেরই। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার মূল লক্ষ্য সমাজ বদলের উদ্দীপ্ত আহ্বান হলেও তার চেতনা ছিল ইসলাম ধর্মকে বাঙালি সংস্কৃতির আলোকে সহজ ও বোধগম্য করার প্রচেষ্টা। ধর্মীয় কাহিনী অবতারণায় ধর্মকে বাঙালি করণে বিদেশি ও অবোধ্য ভাষার খোলসমুক্ত করে বাংলা ভাষায় উপস্থাপনে সর্বসাধারণের মনে ধর্মের সঠিক মর্মবাণী সংস্থাপন করতে হবে। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব নজরুলকে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ এবং সাম্যবাদে উজ্জীবিত করে। মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত হন। রাজ নীতিতে সাম্যজ্যবাদ বিরোধী অবস্থানে থেকে আমুল সংস্কারবাদ তথা প্রগতিবাদী চেতনায় সংগঠনিকভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগেসের সদস্য হন। নজরুল ছিলেন মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক। তাই তিনি যোগ দিয়েছিলেন ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত আন্দোলনে। তিনি কবিতা ও গানে সমুন্নত করেছেন বারবার অসাম্প্রদায়িক চেতনার। পুতুলের বিয়ে নাটিকায় তার গান "মোরা একই বৃন্তে দু'টি ফুল হিন্দু-মুসলমান" নজরুলের সক্রিয় ভূমিকায় গড়ে ওঠে শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায় রাজনৈতিক দল। এ রাজনৈতিক চেতনায় তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়- "সাপ্তাহিক লাঙল।" এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের ঘোষণাপত্র। এখানেই উপস্থাপিত হয় ভারতের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবি। সাম্যবাদী চেতনার প্রকাশ তার শ্রমিক শ্রেণির অন্তর ন্যাশনাল সংগীত-জাগো অনশন বন্দি ওঠরে যত এবং রক্ত পতাকার গান। লাঙলে প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় লেখা হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নিয়ে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছিলেন, দেখ, যে ল্যাজ বাইরের তা কাটা যায়, ভেতরের ল্যাজকে কাটবে কে? এ ল্যাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল নজরুলেরও। মারামারিটা মূলত হিন্দু-মুসলমানের নয়, এটা পন্ডিত ও মোলস্নার অর্থাৎ ধর্ম ব্যবসায়ীদের এ ব্যবসায় ভ্রষ্ট হয়েছে উচ্চ শিক্ষিতরা ? অন্তরালে যে ল্যাজের কারসাজি, সে এক ভিন্ন শক্তি, নাম তার শয়তান। সে হিন্দু-মুসলমানদেও ক্ষেপিয়ে তোলে। গুর্খা সিপাহি হয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই গুলি করে মারে। সমুদ্রপারের লালমুখো বাঁদর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ আসল কারসাজিতো তাদেরই। এ সত্য বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা দেখেও দেখে না। কারণ জনতার ঐক্য তাদের বিপদাশঙ্কা। "ব্রিটিশ কংক্রেস" এবং লীগের প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলমান-মারোশালা যবনদের অথবা মারো শালা কাফেরদের: ফল- হিন্দু-মুসলমানের লাশ পাশাপাশি পড়ে কাতরায় আলস্নাহ বা ঈশ্বরের নাম তারা নেয় না। তারা কাতরায় বাবা গো, মা গো বলে একই শব্দে। যেভাবে মাকে ডাকে দু'টি ভিন্ন ধর্মের শিশু। একই ভাষায় কেঁদে মায়ের কাছে দুধ চায়। একজন ডুবে যাচ্ছেন, কোন চিন্তা না করেই অন্যজন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচালেন। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, কিংবা মুসলমান যদি উদ্ধারের পর জানে লোকটা হিন্দু। তার জন্য তাদের অনুশোচনা হয় কি? না আত্মতৃপ্তি একই থাকে, সে একজন মানুষকে বাঁচিয়েছে। এ ঘটনালোকের চিন্তাচেতনায় তার অসাম্প্রদায়িক সাম্যবাদী, কবিতা- গাহি সাম্যের গান- যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান। যেখানে মিশেছে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান" অথবা "মানুষ" কবিতায়-"গাহি সাম্যের গান- মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান।" ধর্মীয় ভেদাভেদ নয়, তার অধ্যাত্মিক দর্শন মানুষই তার ধর্মকে তৈরি করে নিয়েছে। ধর্ম মানুষকে তৈরি করেনি। তাই তিনি দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, মূর্খরা শোন-মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো। মানুষ সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, স্বীকার্য হলেও ধর্মের মধ্যেও যে, অসাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে, যাকে আমরা সাধারণভাবে জানি, "লাকুম দিনিকুম ওয়ালদিন।" যার যার ধর্ম তার তার এ দর্শনের সর্বাপেক্ষা বড় প্রবক্তা নজরুল। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি অসাম্প্রদায়িক, এ সত্যও সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। নজরুল তার বিখ্যাত ওমর ফারুক কবিতায় লিখেছেন, উমরের সময় মুসলিমদের পবিত্র জেরুজালেম নগরী খ্রিষ্টানদের হাত থেকে মুসলমানদের করতলগত হয়। এ প্রসঙ্গে সন্ধি চুক্তি হয়। কবিতায় উল্লেখিত সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করতে বিকাল হয়ে যায়। আসর নামাজ পড়তে খলিফা উমর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। গির্জার পাদরি বললেন, সন্ধি যেহেতু হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে খলিফা উমর গির্জা প্রাঙ্গণেই নামাজ আদায় করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কেন তিনি তা করতে পারেন না। এ কাজ করলে সব মুসলমান প্রজন্মান্তরে মনে করে নেবে, মুসলমানরা ইচ্ছে করলেই গির্জা বা মন্দিরে নামাজ পড়তে পারে। এ বিভ্রান্তি ছড়ান যাবে না। এ কবিতাও তার আসম্প্রদায়িকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি অসাম্প্রদায়িকতা বলতে মানবতাকে বুঝিয়েছেন। ধর্মহীনতাকে কোনোভাবেই নয়। কবিতার মমার্থ যদি মুসলমানরা যথার্থ অনুভব করেন তাহলে বুঝবেন- অমুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ বা ক্ষতিসাধন করা কতটা গর্হিত কাজ। বাংলায় ধর্মীয় অসাম্প্রদায়িকতা প্রচারের ক্ষেত্রে এ কবিতা একটি প্রণিধানযোগ্য শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নজরুল ছিলেন কঠিনভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। যে জাতীয়তাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষ ও ভাষাভিত্তিক। তিনি বুঝেছিলেন, সামাজিক বিপস্নব ছাড়া শ্রেণি বিভক্ত বাংলার মানুষের মুক্তি নেই। সাহিত্য জীবনের শুরু থেকেই তিনি হিন্দু- মুসলমানের ঐক্যের প্রতি দৃকপাত করেছেন। তার সাহিত্য, সংগীত ও সৃজনশীল জীবন ব্যাপৃত ছিল মাত্র ২৩ বছর। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। এর পরও তিনি ৩৫ বছর বেঁচে ছিলেন। বাকরুদ্ধ ও অসচেতন অবস্থায়। তিনি তার এ জীবনের স্বর্ণসন্ধিক্ষণের অধিকাংশ সৃজনশীলতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার শতদল। নজরুল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অসাম্প্রদায়িকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সব বাঙালি মুসলমানদের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। অত্যন্ত সচেনতার সঙ্গে তা বাস্তবায়নে নিয়েছিলেন বিভিন্ন কৌশল। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, ধর্মকে মাতৃভাষার মাধ্যমে চর্চা করতে হবে। ধর্মের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িকতা, পরম তসহিষ্ণুতাকে সহজতর ভাষায় সাহিত্যালোকে প্রকাশ করতে হবে। সুমলমানদের ধর্মগ্রন্থসমূহ সুললিত বাংলায় তর্জমা করে প্রকাশে সাধারণের বোধগম্য করে তুলতে হবে। বিদেশি শব্দ ও অলঙ্কারের সহজ ও অবাধ মিশ্রণে বাংলাভাষার উৎকর্ষ সাধন ও সমৃদ্ধি আনায়ন প্রয়োজন। নজরুল তার ব্যক্তিজীবনে প্রতিফলিত করেছেন অসাম্প্রদায়িকতা মহান। এ সময় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের ধারা বিবর্তনে, তরুণ আধুনিকতার ছদ্মাবরণে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবক্ষয়ধর্মী প্রতিক্রিয়াশীল রুচির দাসত্বের আবর্তে পতিত হয়েছিলেন। নজরুল ছিলেন ব্যতিক্রম। যথার্থ আধুনিক। কারণ মুক্ত এবং রুচির দাসত্বের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আগ্রহহীন। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, প্রকৃত স্বাধীনতা মনের মুক্তি ও রুচির দাসত্ব নয়। নজরুল থাকবেন আমাদের জীবনের আনন্দ, নান্দনিক সৌন্দর্যবৃদ্ধি, আমাদের স্বপ্ন ও সংগ্রামের সঙ্গী হয়ে। ব্রিটিশরা তাকে চেনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে। পাকিস্তানিরা তার কবিতার অবাঞ্ছিত অংশ খুঁজতে ব্যস্ত হয়। আমাদের সমাজ বৈপস্নবিক পরিবর্তনে আসীন হলে, রাষ্ট্র তার বাণী নিয়ে অস্বস্তিতে পড়লেও সমাজ পাবে একজন প্রকৃত কাছের মানুষকে।তার কণ্ঠশক্তি হারানোর বছরাধিককাল পূর্বে ১৯৪১ সালে 'যদি আর বাঁশি না বাজে" শিরোনামের অভিভাষণে বলেছিলেন; হিন্দু-মুসলমানে দিন-রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, অভাব- অন্যদিকে লোভী অসুরদের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে- এই অসাম্য, এই ভেদাভেদ দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সংগীতে, কর্মজীবনে অভেদ সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অসুন্দরকে ক্ষমা করতে অসুরকে সংহার করতে আপনারা সাক্ষী, আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। সাহিত্যে চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকবেন। যত দিন বাংলাদেশ থাকবে বাংলাভাষা থাকবে ততদিন তিনি অমর জয়রথ রূপে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

আবির্ভাবের ১২৫ বছরে এক সর্বকর্মা উদ্ভাবক

কৌশিক রায়

টমাস আলভা এডিসনকে আমরা সাধারণত সবচেয়ে বেশি জিনিসের উদ্ভাবক হিসেবে সম্মান দিয়ে থাকি। তবে আজ থেকে ১২৫ বছর আগে মার্কিন দেশের নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত মার্টিনসবার্গ অঞ্চলে যে ক্ষণজন্মা এবং প্রতিভাধর মানুষটি আবির্ভূত হয়েছিল, তাঁর হাত দিয়েও আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যাতে প্রয়োজনীয় বেশ কয়েকটি জিনিসের। অথচ, এডিসনকে মনে রাখলেও আমরা সেই পরিশ্রমী এবং উদ্ভাবনী ধীশক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্বটিকে মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করি না। তিনি হলেন ওয়াল্টার হান্ট। আমাদের প্রতিদিনের নানা ছোট বড় কাজে ব্যবহৃত সেফটি পিন-এর মধ্য দিয়েই ওয়াল্টার হান্টকে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করা যায়। বাবা শেরম্যান হান্ট সামান্য মজুরির শ্রমিক। মা র‍্যাটেল গৃহবধূ। ১২ জন বাইবোনের সংসারে ছোটবেলা থেকেই আর্থিক স্বাচ্ছল্যের মুখ মোটেই দেখেননি ওয়াল্টার হান্ট। তবে, ছেলেবেলা থেকেই দীর্ঘাকৃতি, সৎ, পেশবহুল চেহারার ওয়াল্টার হান্ট, মাঠেঘাটে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। কাপড়ের মিলেও কাজ করেছেন তিনি। তুলো থেকে সুতো বুনে মায়ের সঙ্গে বাজারে বিক্রি করতেন ওয়াল্টার। কায়ক্লেশে সংসার চলত তাঁদের। একবার তো নিজের প্রযুক্তিমুখী কৌতূহলকে কাজে লাগিয়ে তুলো থেকে সুতো বোনার একটা ছোটখাটো যন্ত্রই বানিয়ে ফেললেন ওয়াল্টার। নিউ ইয়র্কে এই যন্ত্রটির স্বত্ব, বেশ মোটা টাকায় বিক্রি করে সাংসারিক খরচের সাশ্রয় করলেন তিনি। নিউইয়র্ক এসে শহরের গোলকধাঁধার সন্ধান পেলেন ওয়াল্টার। তবে, শহরের 'ইটের পাঁজরে, লোহার খাঁচায় দারুণ মর্মব্যথা' লুকিয়ে যে আছে সেটা তিনি বুঝতে পারলেন একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা দেখে। তাঁর বিস্মিত চোখের সামনে একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি একটি শিশুকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলল। শহরে যে সাধারণ মানুষের জীবনের দাম, ডিমের ফেলে দেওয়া খোলার মতো সেটা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না ওয়াল্টার হান্টের। অসহ্য দুঃখকে বুকে চেপে বাড়িতে ফিরে এলেন তিনি। এরপরই ওয়াল্টার হান্টের দিবারাত্রির ধ্যানজ্ঞান হল, কীভাবে এই ধরনের পথ দুর্ঘটনাকে এড়ানো যায়, তার সার্থক উপায় খুঁজে বার করা। ঘোড়ার লাগামকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা চড়া শব্দের হর্ন ব্যবহার করতে অসুবিধায় পড়তেন। এর ফলে দুর্ঘটনা থেকে পথচারীদেরকে সাবধান করতে পারতেন না সেইসব কোচম্যান। এই অসুবিধা থেকে অশ্বশকট চালকদের মুক্তি দেওয়ার জন্য হাতুড়িযুক্ত এটি ধাতব ঘন্টার উদ্ভাবন করলেন ওয়াল্টার হান্ট। হাতের দরকার ছিল না। পা দিয়েই এই ঘমটাকে চালাতে পারতেন কোচম্যানরা। এই মেটাল বেল বিক্রি করার জন্য এবং নিজের প্রযুক্তি প্রকৌশলকে কাজে লাগানোর জন্য নিউইয়র্ক শহরে থাকাই মনস্থির করলেন দূরদর্শী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ওয়াল্টার হান্ট। জমি বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে হাডসন নদীর তীরে শহরে এসে ডেরা বাঁধলেন ওয়াল্টার হান্ট। নিউইকর্য় শহরের অধিকাংশ ঘোড়ার গাড়িতে ব্যবহৃত হতে লাগল তাঁর তৈরি সতর্ক ঘণ্টা। তবে, দুঃখের ব্যাপার এটাই, বহু সংস্থা তাঁর ওই ধাতব ঘণ্টা প্রচুর পরিমাণে তৈরি করতে লাগলেও ওই ঘণ্টাটির পেয়েন্ট বা স্বত্ব বিক্রির জন্য তেমন কোনো অর্থই পেলেন না নিঃস্বার্থ এবং পরিশ্রমী ওয়াল্টার হান্ট। আসলে, টমাস আলভা এডিসন এবং আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (টেলিফোনের উদ্ভাবক)-এর মতো গভীর ও ধূর্ত ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল না ওয়াল্টার হান্টের।

নিউইয়র্কে বেঁচে থাকতে গেলে অর্থের প্রয়োজন সর্বদাই। তাই, জমি-বাড়ি কেনাবেচার দালালি করতে শুরু করলেন ওয়াল্টার হান্ট। তবে, তাঁর সদ্য উৎসুক ও উদ্ভাবনমুখী অন্তরটিও থেমে রইল না। দমকল ইঞ্জিন এবং কয়লা-জ্বালানি যুক্ত স্টোভ উদ্বান করলেন ওয়াল্টার হান্ট। ছুরি-কাঁচি ধার দেওয়ার যন্ত্রটিরও আত্মপ্রকাশ ঘটল তাঁরই মাধ্যমে। বিশেষ ধরনের রাইফেল আর রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার জন্য বিশেষ চক্রযুক্ত রোটারি সুইপিং মেশিনও সর্বপ্রথম তৈরি করেন ওয়াল্টার হান্ট। আজকাল রেলস্টেশন, অফিস, হাসপাতাল ইত্যাদি সর্বত্রই এই ধরনের রোটারি মেশিনের উন্নতর রূপের মাধ্যমেই ময়লা পরিষ্কার করা হয় ডাকঘরে চিঠি বাছাইয়ের যন্ত্র এবং বরফের মধ্যে দিয়ে চালানোর জন্য লাঙলও বানালেন ওয়াল্টার হান্ট। সার্কাসের খেলোয়াড়রা, শারীরিক কসরৎ দেখাতে গিয়ে অনেক সময়ই মাটিতে পড়ে গিয়ে, অথবা ভারসাম্য না রাখতে পেরে গুরুতরভাবে জখন হতেন। দেওয়ালের ওপর দিয়ে তাঁরা যাতে হাঁটতে পারেন তার জন্য একধরনের বিশেষ সাকশন-কাপ জুতো বানালেন ওয়াল্টার হান্ট। তবে অকল্পনীয় কম মূল্যে এইসব অমূল্য উদ্ভাবনের অধিকাংশরই স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন। প্রকৃত বিজ্ঞানসাধক এবং সমাজসেবীরা বোধহয় এরকমই নিঃস্বার্থ হয়ে চলতে চান। তাঁদের জীবনচর্যার সারল্য, আমাদের যেন মনে করিয়ে দেয় কামিনী রায়ের 'সুখ' কবিতাটি- 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী' পরে সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটান শহরের অন্তর্গত অ্যাবিংডন স্কোয়ার একটি প্রায় অন্ধকার, এঁদো গলিত যন্ত্রপাতি সারাইয়ের জন্য একটা ছোট দোকান, ১৮৩২ সালে খুলে বসলেন ওয়াল্টার হান্ট। তখন সাগর পারের ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ঊষার আলোটি সদ্য প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। এই দোকানেই সেলাই মেশিনের উদ্ভাবন ঘটালেন তিনি। এলিয়াস হাউয়িক সেলাইকলের আদি উদ্ভাবক হিসেবে গণ্য করা হলেও এই যন্ত্রটির উদ্ভাবনে ওয়াল্টার হান্টের কৃতিত্ব মোটেই কম ছিল না। সেলাই মেশিনটিতে দুটি সুতো, লকস্টিচ ব্যবস্থার মাধ্যমে একসঙ্গেই ব্যবহার করা যেত। বাঁকানো, মানুষের চোখের মতো দেখতে সূচ, কাপড় সেলাইয়ের জন্য তৈরি করেন হান্ট। মেশিনটিতে যাতে দ্রুত কাপড় সেলাই হয়, তার জন্য বিশেষ ভাইব্রেটেল ল্যুপ এবং শাটল (মাকু) যন্ত্রও তৈরি করলেন হান্ট। তাঁর এই সেলাইকলটি ছিল কাঠের। এটিরই একটি লোহার মডেল বানালেন তাঁর ভাই অ্যাডোনিরাম। এর ফলে অবশ্য আর্থিক ক্ষতি হল ওয়াল্টার হান্টেরই। লোহার সেলাই কলটিই সবাই কিনতে শুরু করল। কেননা এই মেশিনে বস্ত্রবয়নের সময় কাঠের টুকরো সুতোর সঙ্গে এসে জড়িয়ে যায় না। এক-একটি সেলাই মেশিন বিক্রি করে ওয়াল্টার হান্ট দেড় হাজার মার্কিন ডলারের মতো আর্থিক লাভ করতে পারতেন সেই সময়েই। তাঁর স্ত্রী ক্যারোলিন ও মেয়েও নাকি ওয়াল্টার হান্টের এই ব্যতিক্রমী, উদ্ভাবনী মানসিকতাকে নিছত 'পাগলামি' বলেই উপহাস করতেন। এলিয়াস হাউয়িও সেলাই মেশিনের পেটেন্ট নিয়ে ওয়াল্টার হান্টের বিরুদ্ধে মামলা করেন। বীতশ্রদ্ধ হয়ে সেলাই মেশিনের স্বত্ব পাওয়ার আশা ত্যাগ করেন ওয়াল্টার হান্ট। তাঁকে অবশ্য পরবর্তীকালে সেলাই মেশিনের পেটেন্ট বাবদ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে ওই টাকা পাওয়ার আগেই ১৮৫৯ সালে প্রয়াত হন ওয়াল্টার হান্ট। সেফটি পিন উদ্ভাবনের জন্যই প্রসিদ্ধ পেয়েছেন ওয়াল্টার হান্ট। অথচ এই অত্যাবশ্যকীয় বস্তুটির গুরুত্ব সম্পর্কে নিজে কোনোদিনই ভাবেননি তিনি। মাত্রা ৪০০ মার্কিন ডলারে সেফটি পিনের স্বত্ব তিনি বিকিয়ে দেন নিজের আগেকার ধারদেনার কিছুটা মেটানোর জন্য। ১৮৪৯ সালের একটি দিনে উচ্চ সংনমন ক্ষমতাযুক্ত তার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে জামাকাপড় জোড়া দেওয়ার জন্য এই সেফটি পিন তৈরি করেন ওয়াল্টার হান্ট। ইংরেজি 'এ, বি, সি, ডি' অক্ষরের আদলে এই সেফটি পিন তৈরি করা হয়। বর্তমানে এই সেফটি পিন তৈরি করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করছে বহু ব্যবসায়িক কোম্পানি। অথচ সেফটি পিনের জন্মদাতাই রয়ে গেছেন সকলের অজ্ঞাতে, অবহেলাতে।

জামার কলারের বিভিন্নতা আনতেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখান ওয়াল্টার হান্ট। বর্তমানে বিভিন্ন পোশাক নির্মাতা সংস্থা গোটা বিশ্ব জুড়ে ওয়াল্টার হান্টের এই শার্ট কলার ডিজাইনের বৈতিত্র্যমূলক নবরূপই ব্যবহার করছে। ১৮৬৮ সালে ৪০টি কারখানাতে বছরে প্রায় ৫ লক্ষ জামার কলার তৈরি হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, মৃত ওয়াল্টার হান্টের পরিবার, সেই কলার বিক্রির টাকার সিকিভাগও পাননি। আর্থিক অনটন ছিল নব পৃথিবীর এই বিশ্বকর্মা উদ্ভাবকের চিরসাথী। অর্থের অভাবেই নিউমোনিয়া রোগে, নিউইয়র্কে নির্বাপিত হয় ওয়াল্টার হান্টের কর্মমুখর জীবন। ব্রুকলিনের গ্রিন উড সমাধিস্থলে তাঁর লাল গ্রানাইট পাথরের সমাধিস্তম্ভটি যেন বিজ্ঞানসাধনায়, দেশ ও দশের কল্যাণে নব-দধীচি হয়ে ওঠার প্রতীক হয়ে রয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সংস্কারের সুফল পাচ্ছে দেশবাসী : অমিত শাহ

আহমেদাবাদ ও নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে হওয়া সংস্কারের সুফল পাচ্ছে দেশের প্রতিটি নাগরিক। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। নতুন দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আহমেদাবাদে আয়োজিত গুজরাট স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ৭০ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণ দেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, বর্তমানে ভারত স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে এবং ২৫ বছর পরে স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করবে। এমন সময়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহকার থেকে সমৃদ্ধির সংকল্প গোটা দেশের সামনে রেখেছেন। দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখার দায়িত্ব সমবায় সেক্টরের ওপর ন্যস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অমিত শাহ বলেছেন, গুজরাট স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিটিটেড যা খেতি ব্যাঙ্ক হিসেবে খ্যাত, ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই বছরে এটির প্রতিষ্ঠারও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

অমিত শাহ বলেছেন, নাবার্ড প্রতিষ্ঠার পরে, কৃষি ব্যাঙ্কের প্রকৃতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল এবং কৃষির পাশাপাশি, কৃষি ব্যাঙ্ক গ্রামীণ উন্নয়ন, কুটির শিল্প, দুগ্ধ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ দেওয়া শুরু করে। বর্তমানে খেতি ব্যাংক মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানকারী কৃষি অর্থায়নের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। খেতি ব্যাঙ্কের ১৭টি জেলা কার্যালয় এবং ১৭৬টি শাখা মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয় এবং খেতি ব্যাঙ্ক এ পর্যন্ত প্রায় ৮,৪২,০০০ কৃষককে প্রায় ৪,৫৪৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এর সদস্য সংখ্যাও তিন লক্ষ ছাড়িয়েছে এবং গত বছরের মুনাফার পর রিজার্ভ ফান্ড ৫৯০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। স্থায়ী আমানত ২৩৮ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং এক বছরের মধ্যে, খেতি ব্যাঙ্ক প্রায় ১৯০ কোটি টাকার ঋণ পুনরুদ্ধার করে আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য খুব ভাল কাজ করেছে।

ট্রেনের মধ্যে শ্লীলতাহানি অভিযোগে ধৃত জওয়ানের জামিনের আবেদন খারিজ

দুর্গাপুর, ২৮ জুন (হি. স.) ফের ট্রেনে যাত্রী সুরক্ষায় প্রশ্ন উঠল। রাতের ট্রেনে কিশোরীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক কেন্দ্রীয়বাহিনীর জওয়ানের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে রীতি মতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রেলের হাওড়া-আসানসোল শাখায়। লিখিত অভিযোগের ভিত্ততে অভিযুক্ত জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃত জওয়ানের নাম ধীরেন্দ্র কুমার মিশ্র। এসএসবি ব্যাটালিয়নে কর্মরত। মঙ্গলবার তাকে আসানসোল আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে দেন।

ঘটনায় জানা গেছে, আক্রান্ত ওই কিশোরী দুর্গাপুরের বাসিন্দা। সোমবার রাতে নটা পঞ্চাশে হাওড়া থেকে কালকা মেলে দুর্গাপুরে ফিরছিল সে।অভিযোগ, দুর্গাপুর আসার আগে এসএসবি ব্যাটালিয়নের ধীরেন্দ্র কুমার মিশ্র নামে ওই জওয়ান তাকে জাপটে ধরে শ্লীলতাহানি করে। আরও অভিযোগ ট্রেনের মধ্যে ওই জওয়ান মদ্যপ ও অশ্লীল অর্ধননগ্ন অবস্থায় ঘুরছিল। অন্যান্য যাত্রীরা প্রতিবাদ করায়, তার সহকর্মীরা শুধু একটা প্যান্ট পরিয়ে দেয়। তবুও মদ্যপ অবস্থায় বেপরওয়া ঘুরছিল বলে অভিযোগ। তারপর দুর্গাপুর স্টেশনে ট্রেন পৌঁছাতেই অভিযুক্ত ওই জওয়ান বাথরুমের ভেতর ঢুকে পড়ে। দুর্গাপুর স্টেশনে আরপিএফ অফিসারকে ঘটনার অভিযোগ জানানোর পর, তাকে বাথরুম থেকে বের করা হয়। পুলিশ তখনই ওই কিশোরীর বয়ান রেকর্ড করে। এবং ওই জওয়ানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় অণ্ডালের জিআরপি অফিসে। মঙ্গলবার তাকে আসানসোল আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।এদিকে গোটা ঘটনায় রীতিমতো শিউরে উঠেছে রেলযাত্রীরা। যাদের হাতে দেশের সুরক্ষা, সাধারন মানুষের সুরক্ষা নির্ভর করে। খোদ তাদের হাতেই নিগৃহীত হল এক কিশোরী। সেটাও আবার সুপারফাস্ট ট্রেনে। প্রশ্ন উঠেছে রেলে যাত্রী সুরক্ষায়। গোটা গটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ।

সিবিআইয়ের জেরার মুখে রাজ্যের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও বস্ত্র মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা

দুর্গাপুর, ২৮ জুন (হি. স.) ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার জের। আবারও দুর্গাপুরে সিবিআইয়ের জেরার মুখে রাজ্যের এক মন্ত্রী। মঙ্গলবার দুর্গাপুরের এনআইটিতে অস্থায়ী সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও বস্ত্রমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় সিবিআইয়ের জেরার মুখে বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার একাধিক তৃণমুলের বিধায়ক, নেতা। দুর্গাপুর এনআইটি কলেজে সিবিআইয়ের অস্থায়ী দফতর। সেখানে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ওইসব দুঁদে নেতা বিধায়কদের। ইতিমধ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় বীরভূম জেলার বোলপুর লোকসভার একাধিক তৃণমূল নেতা, বিধায়ক সহ আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের কার্যকরী সভাপতিকে তলব করে দীর্ঘক্ষন জেরা করা হয়েছে। বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার ব্লকের তৃণমূল সভাপতি তাপস সিনহা, সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান বিপ্লব দত্ত সহ বিধায়ক নীলাবতী সাহার স্বামী দেবাশীষ সাহা সহ মোট ছ'জনকে তলব করেছিল সিবিআই। শনিবার ফের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল ঘনিষ্ঠ একাধিক তৃণমূল বিধায়ক ও নেতাকে তলব করে সিবিআই। ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় গত শনিবার দুর্গাপুরে এনআইটি কলেজে তলব করা হয় লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, কেতুগ্রামের বিধায়ক শেখ শাহনাওয়াজ। সিবিআইয়ের জেরা থেকে রেয়াত পায়নি তারাপীঠ মন্দিরের সেবাইত অচিন্ত ভট্টাচার্য। জানা গেছে, এদের অনেকে ২০২১ সালে ২ মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর অনুব্রত মন্ডলকে ফোন করেছিলেন। ফলাফল ঘোষণার দিনেই ইলামবাজারে গোপালনগরে খুন হয়েছিল বিজেপি কর্মী গৌরব সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই ওই মামলার তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার দুর্গাপুর এনআইটি কলেজে সিবিআইয়ের অস্থায়ী অফিসে হাজিরা দিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ও বস্ত্র মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। এদিন বিকালে তিনি সিবিআই দফতরে আসেন। পৌনে পাঁচটা নাগাদ দুর্গাপুরের সিবিআই অস্থায়ী দফতর থেকে সিবিআই জেরা শেষে বেরিয়ে আসনে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। প্রায় দু ঘন্টা জেরা শেষে সিবিআই দফতর থেকে বেরিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, 'সিবিআই ডেকেছিল এসেছিলাম, সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছি।' তবে ঠিক কি কি প্রশ্ন সিবিআই কর্তারা জানতে চাইলে, সেই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

কেরলে সেপটিক ট্যাঙ্কে ডুবে মৃত ২ ভাইয়ের দেহ আনা হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে

ভাতার, ২৮ জুন (হি. স.) : শৌচকর্ম করার সময় সঞ্জীব শেখের পকেটে থেকে ১৪ হাজার ৮০০ টাকা পড়ে গিয়েছিল প্যানে। তারপর দুই ভাইকে নিয়ে সেপটিক ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে সেই টাকা উদ্ধার করতে নেমে ছিলেন। আর সেখানে আটকেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে তাঁদের।জানা গিয়েছে, মৃতরা পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার এরুয়ার গ্রামের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে থাকতেন কেরলে। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। মৃতদের নাম আলকাপ শেখ (৩২) ও আশরাফুল শেখ (২৯)। ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার। ময়নাতদন্ত করার পর মঙ্গলবার দেহ নিয়ে আসা হচ্ছে তাদের বাড়িতে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে কর্মসূত্রে সঞ্জীব শেখ ও মৃত ২ জন থাকতেন কেরলেই। এই ৩ ভাই পেশায় ছিলেন রাজমিস্ত্রি।কেরলের মালাপুরম জেলার ত্রিশূল নামক এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে থাকতেন তাঁরা। সঞ্জীব সোমবার কাছ থেকে ফেরার পর শৌচকর্মে গিয়েছিলেন। পকেটে ছিল পলিথিনে মোড়া এই বিপুল অঙ্কের টাকা। শৌচকর্ম করে প্যানে জল ঢালার পর তিনি বুঝতে পারেন টাকার বাণ্ডিল পড়ে গিয়েছে। এরপরে তিনি সেই কথা জানান ২ ভাই আশরাফুল ও আলকাসকে। সঞ্জীব জানিয়েছেন, ৩ ভাই মিলে শাবল দিয়ে মল জমা হওয়ার চেম্বারে ঢাকনা খোলেন। দেখতে পান সেপটিক ট্যাংকে ভাসছে টাকার বাণ্ডিল। তারপর নিয়ে আসা হয় মই। প্রথমে আলকাস নামেন ট্যাঙ্কে। তবে টাকা নিয়ে ওঠার সময় পড়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাংকে নামেন আশরাফুল। তিনিও পড়ে যান। এরপর সঞ্জীব নামতে গেলে অন্যান্য পরিচয় শ্রমিকরা জোর করে ধরে রাখেন তাঁকে। জানা গিয়েছে, এই ঘটনার পর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। উপস্থিত হয় দমকল বাহিনী। উদ্ধার করা হয় ২ ভাইয়ের দেহ। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা দেহ পরীক্ষা করে জানান, মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। প্রাথমিক অনুমান, সেপটিক ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যু হয়েছে ২ ভাইয়ের।

ব্যক্তিগত গাড়ি ও অনাবশ্যক যানবাহনের জন্য তেল বিক্রির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি শ্রীলঙ্কায়

কলম্বো, ২৮ জুন (হি. স.) : চরম আর্থিক সঙ্কটের ফলে বিদেশ থেকে পর্যাপ্ত জ্বালানি তেল কেনা যাচ্ছে না। পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত যাতে অন্তত জরুরি পরিষেবার সঙ্গে জড়িত যানবাহনের জন্য জ্বালানির ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য ব্যক্তিগত গাড়ি ও অনাবশ্যক যানবাহনের জন্য তেল বিক্রির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করল শ্রীলঙ্কা সরকার। আগামী দুই সপ্তাহ ধরে এই নির্দেশিকা জারি থাকবে। এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন দেশটির জ্বালানি মন্ত্রী কাঞ্চনা উইজেসকেরা।এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শ্রীলঙ্কার জ্বালানি মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'ব্যাঙ্কিং সমস্যার কারণে আগামী সপ্তাহেও শ্রীলঙ্কায় তেল পৌঁছাবে না। নতুন তেল পৌঁছতে দেরি হতে পারে। তাই জরুরিপরিষেবা যাতে চালু রাখা যায়, তার জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' জ্বালানি বাঁচাতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে এবং চাকরিজীবীদের বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।প্রসঙ্গত, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই দ্বীপরাষ্ট্রটিতে জ্বালানি সঙ্কট তুঙ্গে উঠেছে। বিভিন্ন পেট্রল পাম্পের সামনে লরি সহ বিভিন্ন গাড়ির দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা গিয়েছে। জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়ে একজন লরিচালক সহ বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। আর ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার পরেই নড়েচড়ে বসেছে রণিল বিক্রমসিংহের সরকার। বিভিন্ন পেট্রল পাম্পের সামনে জ্বালানি সংগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন গাড়ির চালক ও মালিকদের টোকেন দেওয়া শুরু করেছে সেনাবাহিনী। ওই টোকেন দেখিয়েই তেল সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু সোমবার আচমকাই ব্যক্তিগত গাড়ি ও অনাবশ্যক যানবাহনের কাছে তেল বিক্রির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জ্বালানি মন্ত্রক।

ভাঙল বুড়িতোর্ষা ডাইভারশন বিচ্ছিন্ন ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার

ফালাকাটা, ২৮ জুন (হি. স.) : মঙ্গলবার সকালে ফালাকাটার চরতোর্ষা ডাইভারশনের একাংশের ওপর দিয়ে জল বয়ে যায়। তবু যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সকাল এগারোটা নাগাদ এদিন ভেঙে যায় বুড়িতোর্ষা ডাইভারশন। ফলে ফের ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক পথে সরাসরি যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।চরতোর্ষা থেকে বুড়িতোর্ষা ডাইভারশনের দূরত্ব প্রায় দু'কিমি। এবারও যান চলাচল বন্ধ হওয়ায় হাজার হাজার মানুষ ফের ভোগান্তিতে পড়লেন। এদিন বহু পড়ুয়াই আর স্কুলে যেতে পারল না। সোমবার রাতভর বৃষ্টিতে ফালাকাটার চরতোর্ষা ডাইভারশনের একাংশ জলে ডুবে যায়। এদিন সকাল থেকে ডাইভারশনের পূর্বদিকে হাঁটু সমান জল বইছে। বিপজ্জনকভাবে যানবাহন চলাচল করছে। তাই ডাইভারশনের সামনে এসে জল দেখে বাড়ি ফিরে যেতে হয় পড়ুয়াদের। বংশীধরপুর, কালীপুর, শিশাগোড় এলাকার পড়ুয়ারা ফালাকাটার রাইচেঙ্গা হাইস্কুল, ফালাকাটা হাইস্কুল, ফালাকাটা গার্লস হাইস্কুলে পড়ে। প্রায় দু'মাস গ্রীষ্মের ছুটির পর গতকাল এইসব এলাকার পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বসিত ছিল। কিন্তু তাদের উচ্ছ্বাস দ্বিতীয় দিনেই হতাশায় পরিণত হল। অষ্টম শ্রেণির দুর্গা দাস সাইকেলে চেপে স্কুলে যাবে বলে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। দুর্গার কথায়, 'ডাইভারশনের ওপর দিয়ে জল বইছে। তাই আর এদিন স্কুলে যেতে পারলাম না।' একাদশ শ্রেণির কৃষ্ণ সরকার, শুভ সরকার, দশম শ্রেণির মানিকচন্দ্র দাস, নবম শ্রেণির রাজা বৈদ্য, সুমন দাস, অষ্টম শ্রেণির বিধান শীল, দীপকা বিশ্বাসের মতো বহু পড়ুয়া এদিন ডাইভারশনের পরিস্থিতি দেখে বাড়ি ফিরে যায়। তবে নদীর জলস্তর কমলে ডাইভারশনের যদি কোনও ক্ষতি হয় তাহলে তা সারাই করা হবে বলে মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারী বৃষ্টির জেরে চরতোর্ষা ডাইভারশন ভেঙে থাকায় ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কে দশদিন যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। গত রবিবার থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এখন ফের বৃষ্টি হচ্ছে। তাই ডাইভারশন নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে নানা মহলে।

হাজিরার জন্য ইডি-র কাছে সময় চাইলেন সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৮ জুন (হি.স.): পাত্র চউল জমি দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র মুখোমুখি হলেন না শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। আর্থিক তছরুপের মামলায় মঙ্গলবার সঞ্জয়কে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু, এদিন তিনি ইডি-র দফতরে যাননি। পাঠিয়েছিলেন নিজের আইনজীবীকে। ইডি-র কাছে হাজিরা দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছেন সঞ্জয় রাউত, সেই আর্জি মঞ্জুরও করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সঞ্জয় রাউতের আইনজীবী বিকাশ জানিয়েছেন, 'আমরা ইডি-র কাছে রিপোর্ট করার জন্য কিছু সময় চেয়ে একটি আবেদন করেছিলাম এবং তা মঞ্জুর করা হয়েছে। আমরা ইডি-র সামনে নথি উপস্থাপনের জন্য ১৩-১৪ দিনের সময় চেয়েছিলাম।'মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতকে ইডি-র তলব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। ইডির তলবকে 'ষড়যন্ত্র' বলে বর্ণনা করেছেন রাউত নিজেই। পাত্র চউল জমি দুর্নীতি ও অর্থ তছরুপ মামলার শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউতকে সমন পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ২৮ জুন, মঙ্গলবার সঞ্জয় রাউতকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এদিন তিনি ইডি-র দফতরে হাজিরা দেননি।বর্ধিত সময় পেলেও, পাত্র চউল জমি দুর্নীতি মামলায় শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউতকে ফের সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এবার আগামী ১ জুলাই, শুক্রবার সঞ্জয় রাউতকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাত্র চউল জমি দুর্নীতি ও অর্থ তছরুপ মামলার শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউতকে সোমবার সমন পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ২৮ জুন, মঙ্গলবার সঞ্জয় রাউতকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এদিন তিনি ইডি-র দফতরে হাজিরা দেননি।পাঠিয়েছিলেন নিজের আইনজীবীকে। ইডি-র কাছে হাজিরা দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছেন সঞ্জয় রাউত, সেই আর্জি মঞ্জুরও করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সঞ্জয় রাউতের আইনজীবী বিকাশ এদিন জানিয়েছেন, 'আমরা ইডি-র কাছে রিপোর্ট করার জন্য কিছু সময় চেয়ে একটি আবেদন করেছিলাম এবং তা মঞ্জুর করা হয়েছে। আমরা ইডি-র সামনে নথি উপস্থাপনের জন্য ১৩-১৪ দিনের সময় চেয়েছিলাম।' এদিনই ফের সঞ্জয় রাউতকে সমন পাঠিয়েছে ইডি, তাঁকে আগামী ১ জুলাই হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩০ জুন থেকে ১ জুলাইয়ের মধ্যে দিল্লিতে বর্ষা আগমণের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): বর্ষার জন্য যাবতীয় প্রতীক্ষা শেষ হতে চলেছে দিল্লিবাসীর। আবহাওয়া অনুকূল হলে ৩০ জুনের মধ্যেই দিল্লিতে ঢুকে পড়বে বর্ষা, ৩০ জুন থেকে ১ জুলাইয়ের মধ্যে বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজতে পারে রাজধানী। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। দিল্লিতে সাধারণত ২৭ জুন প্রবেশ করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু, এবার একটু দেরিতেই বর্ষায় দাক্ষিণ্য পেতে চলেছে রাজধানী।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর আবহবিজ্ঞানী আর কে জেনামানি জানিয়েছেন, ৩০ জুন দিল্লিতে ভাল বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে এবং বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার বর্ষার আগমণ হতে পারে। তিনি আরও জানান, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর প্রদেশে বর্ষার অগ্রগতির জন্য পরিস্থিতি অনুকূল। এই অঞ্চলে পূর্বের বাতাস, আর্দতা অনুপ্রবেশ এবং সংবহনশীল কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবহবিজ্ঞানী আর কে জেনামানি বলেছেন, 'আমরা আশা করছি আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লির অবশিষ্ট অংশে বর্ষার আরও অগ্রগতির জন্য পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে।'

কোচবিহারে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে ধৃত বিহারের তিন যুবক

কোচবিহার, ২৮ জুন (হি. স.) : বিহার থেকে কোচবিহারে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল তিন যুবক। তিনজনই বিহারের পূর্ণিয়ার বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীর রাতে শহর লাগোয়া হরিণচওড়া থেকে তাদের গ্রেফতার করে জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল রাহুলকুমার মাহাতো (২৩), ধনঞ্জয় শা (৩৮) ও সানিকুমার পাসওয়ান (২৫)। তারা দিনহাটার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। সেখানে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বিক্রির পরিকল্পনা ছিল। তাদের কাছ থেকে পাঁচটি দেশি পিস্তল পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, 'বিহার থেকে এখানে আগ্নেয়াস্ত্র ঢোকার খবর ছিল। অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কাদের কাছে সেগুলি বিক্রি করার জন্য তারা যাচ্ছিল, তার তদন্ত করা হচ্ছে।

আমিরশাহির উদ্দেশে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী

আবুধাবি, ২৮ জুন (হি.স.): জার্মানিতে জি-৭ শিখর সম্মেলন শেষে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জার্মানিতে নিজের এই সফরকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও ইতিবাচক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উদ্দেশে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জার্মানি সফর ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক ছিল অত্যন্ত কার্যর। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য ভারতের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে জি-৭ গোষ্ঠীর উন্নত দেশগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে গিয়ে শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নতুন প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে অভিনন্দন জানাবেন প্রধানমন্ত্রী। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে এটিই হবে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বৈঠক।

রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন কোচবিহার, উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

কোচবিহার, ২৮ জুন (হি.স.): কোচবিহার জেলায় রাতভর ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল শহরের কলাবাগান, রবীন্দ্রনগর এলাকা। এছাড়াও রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রোড, সুনীতি রোডে কোথাও কোথাও হাঁটু সমান জল জমে গিয়েছে। জল ঢুকেছে মানুষের বাড়িতেও। গত ২৪ ঘন্টায় কোচবিহারে বৃষ্টি হয়েছে ২৩১.৫০ মিলিমিটার। রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হওয়ায় এই অবস্থা বলে কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। জল জমার ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষজন। কীভাবে অতি দ্রুত জল নিকাশির ব্যবস্থা করা যায় সে দিকেই এখন নজর দিয়েছে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ।

এদিকে, উত্তরবঙ্গে আরও বৃষ্টি বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পঙে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওই জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দুই দিনাজপুর জেলাতেও। বুধবারও ওই জেলাগুলিতে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির জেরে তিস্তা, তোর্সা, সঙ্কোশ, জলঢাকা নদীর জলস্তর বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাহাড়ি এলাকায় ধস নামতে পারে বলেও আশঙ্কা।

রোদ উঠতেই বাড়ল গরম, বৃষ্টির সৌজন্যে অস্বস্তি নেই দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.) : রোদ উঠতেই ফের গরম বাড়ল কলকাতায়, খানিকটা অস্বস্তি বেড়েছে তিলোত্তমা লাগোয়া জেলাগুলিতেও। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টি কম হবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। জুলাই মাসের শুরুতেই বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে, এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে মূলত উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই রোদ ঝলমলে আকাশ কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। ফলে গরমও একটু বেড়েছে। এদিন কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের তুলনায় যা এক ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে স্বাভাবিকের ২ ডিগ্রি ওপরে ৩৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশ চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টি কম হবে। জুলাই মাসের শুরুতেই বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে মূলত উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে অতিবৃষ্টির সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত হিমালয় সংলগ্ন পাঁচ জেলা- দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও।

ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন 'দাদার কীর্তি'র স্রষ্টা তথা বর্ষীয়ান পরিচালক তরুণ মজুমদার। মঙ্গলবার শারীরির অবস্থা একই থাকলে আইসিসিইউ থেকে উডবার্নে স্থানান্তরিত করা হতে পারে তরুণ মজুমদারকে।সোমবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ভেন্টিলেশন মুক্ত করা হয়েছে পরিচালককে। একই সাথে আগের চেয়ে শারীরিক অবস্থার হয়েছে উন্নতি। মুখের সব নল খুলে তা গলা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে। কথা বলার চেষ্টা করছেন পরিচালক। একই সাথে বন্ধ হয়েছে ডায়লিসিস।

গত সোমবার কিডনির সমস্যা নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে আইসিইউ-তেই ভর্তি হয়েছিলেন তরুণ মজুমদার। স্বাস্থ্যের অবস্থা ঠিক না থাকায় আইসিইউতে ভর্তি রাখা হয়েছিল পরিচালককে। মাঝে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় রাখা হয়েছিল ভেন্টিলেশনে। তারপর থেকে কখনও উন্নতি, কখনও সংকটজনক পরিস্থিতিতে ছিলেন তরুণ মজুমদার । তবে সোমবার তাঁর দেখভালের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরা জানান, পরিচালক ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। এখন তিনি অনেকটাই ভালো রয়েছেন। তাঁর এই শারীরিক উন্নতির পেছনে রয়েছে পাঁচ বিশিষ্ট চিকিৎসকের আপ্রাণ চেষ্টা। যেখানে চেস্ট মেডিসিনের চিকিৎসক হিসেবে রয়েছেন চিকিৎসক সোমনাথ কুণ্ডু, মেডিসিনের চিকিৎসক সৌমিত্র ঘোষ, নেফ্রলজিস্ট অর্পিতা রায়চৌধুরী, কার্ডিওলজিস্ট সরোজ মণ্ডল, নিউরো মেডিসিনের চিকিৎসক বিমান রায়।

তালতলা মোড়ে বেপরোয়া বাসের দৌরাত্ম্য !

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.): মহানগরীর রাস্তায় ফের বাসের দৌরাত্ম্য ! এবার মধ্য কলকাতার তালতলা মোড়ে একটি বাস ও মোটরবাইকে ধাক্কা মারল বেপরোয়া বাস। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ তালতলা মোড়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ৩সি/১ রুটের বাসটি আরেকটি বেসরকারি বাসকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এরপর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি মোটরবাইকেও ধাক্কা মারে।ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে, সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় চালক ও কনডাক্টর। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি বলেই জানা গিয়েছে।

ফের বাড়ল ডিমের দাম

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই ক্রমাগত বেড়ে চলছে সবজি থেকে মাছ মাংসের দাম। ক্রমাগত বাড়ছে ডিমের দাম। এরই মাঝে মঙ্গলবার শহরের বাজারে আরও বাড়লো ডিমের দাম। ডিমের চরা দামে নাকাল ক্রেতারা। একমাসের ব্যবধানে আবারও বাড়ল ডিমের দাম। চলতি মাসের শুরুতে ডিমের দাম ছিল ৬ টাকা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বিছানার চাদরের যত্ন

ঘরে পাখা চলে, তারপরও ঘাম হয়। আর ঘুমের মধ্যে ঘেমে চাদর হয় নষ্ট। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় জেনে নিন।

ঘুমালে বা শুয়ে থাকার সময় ঘাম থেকে বিছানার চাদর ভেজা ভেজা হয়ে যেতেই পারে। ফলে অনেক সময় চাদরে তিলা পড়ে। তাছাড়া ঘামে ভেজা চাদর নিয়মিত ব্যবহার করলে তা থেকে ব্যাক্টেরিয়া সৃষ্টি হয় এবং দুর্গন্ধ ছড়ায়।

এ সমস্যার সমাধানে বিছানার চাদরের সঠিক যত্ন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের 'বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়নশিল্প' বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহ্‌মিনা রহমান বলেন, "গরমে বিছানার চাদর ঘামে ভিজে থাকে তাই দুই দিন পরপর চাদর ধোয়া উচিত। এতে চাদরে তিলা পড়ে না ও দুর্গন্ধ হয় না।"

তিনি আরও জানান, ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে লবণ বের হয় যা খুব সহজেই কাপড়ের রং নষ্ট করে। তাই নিয়মিত বিছানার চাদর ধুয়ে কম রোদে শুকালে চাদরে তিলা দাগ পড়ে না এবং রং নষ্ট হয় না।

চাদর যদি হালকা ঘামে ভিজে তবে তা ছায়ার নিচে বাতাসে শুকাতে দিতে হবে। আর যদি খুব বেশি ঘামে ভিজে যায় তবে অবশ্যই তা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুতে হবে ও রোদে শুকাতে হবে।

রোদে শুকানোর সময় অবশ্যই চাদর উল্টা করে শুকাতে দিতে হবে, তা না হলে কড়া রোদে চাদরের রং নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে জানান শাহমিনা রহমান।

গরমকালে হালকা রংয়ের চাদর ব্যবহার করা ভালো তবে যাদের ঘরে ছোট শিশু আছে, তাদের একটু গাঢ় রংয়ের চাদর ব্যবহার করার পরামর্শ দেন তিনি।

কারণ, শিশুরা সারাদিন ছোটাছুটি করে ও চাদর ময়লা করে। অনেক শিশু বিছানায় বসে খাবার খেয়ে থাকে, এতেও চাদর ময়লা হয়। রঙিন চাদর ব্যবহার করলে বিছানার ময়লাভাব সহজে বোঝা যায় না। তবে অবশ্যই ঘুমানোর আগে বিছানার চাদর পরিবর্তন করার পরামর্শ দেন শাহ্‌মিনা রহমান।

এই অধ্যাপক সাদা রংয়ের চাদর ধোয়ার পর ব্লুইং এজেন্ট বা ব্রাইটিনিং এজেন্ট ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। এতে সাদা বা হালকা রংয়ের চাদরে হলদেটে ভাব হয় না।

ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে নানারকম রোগজীবাণু বেরিয়ে আসে। তাই সপ্তাহে অন্তত একবার জীবাণুনাশক তরল দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে তারপর চাদর ধুয়ে ফেলার পরামর্শ দেন শাহমিনা।

কাপড়ে ফাঙ্গাস থেকে মুক্তি

কখনো শুকনা, কখনো ভেজা আবহাওয়ায় আলমারিতে রাখা কাপড়গুলো ঠিক আছে তো!

বর্ষার সময় আলমারিতে রাখা কাপড়ে ফাঙ্গাস পড়ে। এ কথা প্রায় সবারই জানা। তাই ভেজা মৌসুমে কাপড়ের বাড়তি যত্ন নিতে কেউ ভুলেন না।

তবে গরমের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির সময়ও ওয়্যারড্রোব বা আলমারিতে রাখা পোশাকের বাড়তি যত্ন নিতে হয়।

দেশীয় ফ্যাশন ঘর বিবিয়ানার কর্ণধার লিপি খন্দকার বলেন, "আবহাওয়া যে রকমই হোক, এই মৌসুমে ঘাম হবেই। তাই একবার পরা কাপড় পরের দিন ব্যবহার না করে ধুয়ে দিন।"

"শুধু ধুলেই হবে না, শুকানোর পর কড়া ইস্ত্রি করে তারপর আলমারিতে কাপড় তুলে রাখুন। কারণ ধোয়া কাপড় কড়া ইস্ত্রি করে রাখলে ফাঙ্গাস বা ছাতা পড়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।" বললেন এই ফ্যাশন ডিজাইনার।

এছাড়াও ভেজা আবহাওয়ায় কাপড়ের যত্ন নিতে তার পরামর্শগুলো হল:

* বৃষ্টির সময় ধোয়া কাপড়, রোদ উঠলে অবশ্যই রোদে শুকান।

* অল্প ভেজা বা ঠাণ্ডাভাব লেগে থাকা কাপড় কখনো আলমারিতে রাখবেন না। শুকনা কাপড় কড়া ইস্ত্রি করে তারপর রাখুন।

* যদি আলমারিতে রাখা কাপড়ে ছাতা বা ফাঙ্গাস পড়েই যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তা ধুয়ে ফেলুন।

* ভেজা আবহাওয়ার কারণে অনেকসময় সাদা কাপড়ে ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। যাকে তিলা পড়াও বলে। এই দাগ একবার পড়লে আর উঠে না। তাই তিলা যাতে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

* বর্ষার সময় অনেকে কাপড় ড্রাইওয়াশ করেন। সত্যি বলতে আমাদের দেশের আবহাওয়াতে কাপড়ে ড্রাইওয়াশ অতটা জুতসাই না।

* অনেকসময় আলমারিতে পুরান কাপড়ের একটা গন্ধ হয়। এটা দূর করতে ওডোনিল বা এয়ারফ্রেশনার ধরনের কোনো সুগন্ধি আলমারিতে রাখুন। এতে ভেতরটা সুন্দর গন্ধে ভরে থাকবে।

কাপড় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া রোধ করতে

দুএকবার ধোয়ার পর কাপড়ের রং হালকা হয়ে যায়! পোশাকের রংয়ের উজ্জ্বলতা ধরে রাখার রয়েছে উপায়।

পোশাক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কাপড়ের জ্বলাভাব এড়ানোর উপায় সম্পর্কে এখানে জানানো হল।

- প্রতিবার কাপড় ধোয়া হলে এতে কোনো না কোনো পরিবর্তন হয়। তাই কাপড় একবার পরার পর ধোয়ার আগে আরেকবার ভেবে দেখুন তা ধুবেন নাকি আরও কয়েকবার পরে নেবেন।

- ওয়াশিং মেশিয়ে কাপড় ধোয়ার আগে তা বাছাই করে নিন। ভালো ভাবে দেখে নিন যা ধুতে যাচ্ছেন তা কি আসলেই ধোয়া যাবে, নাকি ড্রাই ওয়াশ করতে হবে।

- যেসব কাপড়ের রোঁয়া ওঠে সেসব কাপড়ের সঙ্গে গাঢ় রংয়ের কাপড় ধোয়া ঠিক না। এতে গাঢ় রংয়ের কাপড়ের ওপর অন্য কাপড়ের রোঁয়া মিশে রং হালকা লাগে দেখতে।

- ওয়াশিং মেশিনে ধোয়ার সময় পোশাক উল্টিয়ে দিতে হবে। শুকানোর সময়ও তাই করতে হবে।

- ধোওয়ার পরে কাপড় সরাসরি রোদে দেওয়া হলে রং জ্বলে যেতে পারে। তাই ভেজা কাপড় উল্টে শুকাতে দিন। তাহলে কাপড়ের ভেতরের রং ফ্যাকাশে হলেও উপরের রং ঠিক থাকবে।

ব্লক করা কাপড়ের যত্ন

বিভিন্ন ছাঁচে রং ধরিয়ে নকশা করা কাপড় বা পোশাক বেশিদিন টেকসই করতে জানা থাকা চাই সঠিক যত্নের উপায়।

ব্লকের পোশাকের ঠিকঠাক যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দেন বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের বস্ত্রপরিচ্ছদ ও বয়নশিল্প বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহমিনা রহমান।

ব্লকের পোশাক মানে এতে রংয়ের আলাদা ছাপ দেওয়া হয়। বাড়তি রং যোগ করা হয় বলে এর বাড়তি যত্নও নিতে হবে। তবে তা কোনো ঝামেলাজনক কাজ নয়।

বৃষ্টির দিনে ব্লক না পরাই ভালো। কারণ এতে বৃষ্টির পানি, ময়লা, কাদা ইত্যাদি লাগতে পারে। আর কাদার দাগ ওঠানো বেশ ঝামেলা। শাহমিনা রহমান জানান, ব্লকের পোশাক কখনই খুব বেশি ঘষে ধোয়া ঠিক নয়। এতে রং ওঠা বা হালকা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাপড়ে ময়লা লাগলে তা হালকা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তবে খুব বেশি ঘষা যাবে না। ধোয়া কাপড় রোদে শুকাতে দিলে অবশ্যই তা উল্টা করে দিতে হবে। না হলে রং জ্বলে যেতে পারে। কাপড় শুকিয়ে এলে তা উল্টা করে ইস্ত্রি করে নিন। ব্লকের রংয়ের ওপর ইস্ত্রি করা হলে অনেক সময় রং নষ্ট বা কুঁচকে যাওয়ার কারণ হয়। আর জামা উল্টা করে ইস্ত্রি করা হলে রং নষ্ট হয় না বরং দীর্ঘস্থায়ী হয়

অন্তর্বাস ধোয়ার পদ্ধতি

সঠিকভাবে না ধুলে নষ্ট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।

যত্নের অভাবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অন্তর্বাসের ইলাস্টিক নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিংবা পরতে গিয়ে মনে হতে পারে ঢিলা।

তাই পোশাক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে অন্তর্বাস সঠিকভাবে পরিষ্কার করতে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখার কথা এখানো জানানো হল।

পানির তাপমাত্রা: সবসময় ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধোয়া উচিত। অনেকেই মনে করেন কুসুম গরম পানিতে ধোয়া হলে ভালো পরিষ্কার হয়। তবে এতে যে ইলাস্টিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেকথা অনেকেই ভুলে যান।

উল ডিটারজেন্ট: যদি উল বা পশমি কাপড় ধোয়ার ডিটারজেন্ট ব্যবহার করেন আর ভাবেন যে, এটা আপনার পছন্দের ছোট কাপড়গুলোকে কোমল রাখবে তাহলে ভুল করছেন। কারণ পশমি কাপড় ধোয়ার সাবান ইলাস্টিকের জন্য ক্ষতিকর।।

ভিজিয়ে রাখুন: এইসব কাপড় ধোয়ার সময় কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখা ভালো। কারণ এতে আনাচে কানাচে ময়লা লেগে থাকলে উঠে যাবে। তাই বেশি কিছুক্ষণ সাবান পানিতে ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন।

বক্ষবন্ধনীর হুক: ধোয়ার আগে হুকগুলো আটকে নিতে হবে। তাহলে অন্য কাপড়ের সঙ্গে আটকে যাবে না এবং টান লেগে ঢিলা হয়ে যাওয়া বা আকারের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

তোয়ালের দুর্গন্ধ দূর করার তিন পন্থা

তোয়ালে নিয়মিত ধোয়া হয় না। তাই সবসময় যেন শুকনা থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এজন্য ভেজা তোয়ালে অবশ্যই রোদে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপরও যদি গন্ধ না যায় তবে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

জীবন-যাপন-বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তোয়ালের কটুগন্ধ দূর করার তিনটি পন্থা এখানে দেওয়া হল।

প্রধান শর্ত: তোয়ালেতে যেন দুর্গন্ধ না হয় সেজন্য ভেজা বা আর্দ্র অবস্থায় বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। তোয়ালে ওয়াশিং মেশিনের ড্রায়ার অথবা রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

ভিনিগারের ব্যবহার: সাদা ভিনিগার পানিতে গুলিয়ে ভালো মতো ধুয়ে নিতে পারেন। যদি ওয়াশিং মেশিন থাকে তবে কোনো পরিষ্কারক বা অন্য রাসায়নিক না দিয়ে কেবল ভিনিগার দিয়ে তোয়ালে ধুয়ে নিন। অন্য কোনো কাপড় এর সঙ্গে দেবেন না।

ভিনিগার ও বেইকিং সোডা: বেইকিং সোডা ও ভিনিগার হল রান্নাঘরের শক্তির উৎস। যা দিয়ে ঘরের সব কাজই করা যায়। তোয়ালের জন্য দুই ধাপ অনুসরণ করুন।

প্রথমে, বেইকিং সোডা পানিতে মিশিয়ে তোয়ালে ডুবিয়ে রাখুন। এতে চিটচিটে ভাব ও জীবাণু দূর হবে।

পরের ধাপে, এক কাপ সাদা ভিনিগার পানিতে গুলিয়ে ব্যবহার করুন। এতে কড়া দুর্গন্ধ দূর হবে। আর তোয়ালে শুকিয়ে আসলে সতেজ ভাব আসবে।

ওয়াশিং মেশিনে এই পন্থাগুলো বেশি কার্যকর।

সাদা পোশাকের যত্ন

শখ করে কেনা সাদা জামাটা নষ্ট হয়েছে। ফেলে দেওয়ার আগে ভাবছেন আর সাদা পোশাক কিনবেন না। তাহলে বরং জেনে নিন সাদা রংয়ের কাপড় কীভাবে যত্ন নিতে হয়।

সাদা রংয়ের তাপ শোষণ ক্ষমতা কম হওয়ায় এতে গরম কম লাগে। তাই যে কোনো হালকা বা সাদা রংয়ের পোশাক গরমে পরতে আরাম হলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার।

গরমকালে কালে ঘাম বেশি হওয়ার কারণে অনেকে সাদা পোশাক ব্যবহার করতে চান না। অনেকেই আবার ঠিক মতো পরিষ্কার না করেই সাদা পোশাক ব্যবহার করেন, যা দৃষ্টিকটু ও অপরিচ্ছন্ন লাগে।

- সাদা কাপড় অন্য রঙিন পোশাকের সঙ্গে না ধুয়ে আলাদা ধোয়া উচিত। এতে সাদা পোশাকে অন্য কোন রং লাগার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া যে পাত্রে সাদা পোশাক ধোয়া হবে সেই পাত্রটিও পরিষ্কার করে নিতে হবে।

- স্কুল ও কলেজের পোশাক যদি সাদা হয় তাহলে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। শিশুরা অনেক বেশি দুরন্ত আর পোশাক নোংরা করে বেশি। তাই তাদের দুই সেট পোশাকের ব্যবস্থা রাখলে একদিন পর পর পোশাক বদলানো ও ধোয়া যায়।

- সাদা পোশাক নোংরা বেশি হয় বলে অনেকে পরিষ্কারের জন্য গরম পানি ব্যবহার করেন। খুব বেশি গরম পানিতে পোশাক না ধোয়াই ভালো। এতে করে পোশাকের তন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে কেউ চাইলে হাল্কা কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে পারেন।

- নিয়মিত সাদা কাপড় ব্যবহারে কিছুদিনের মধ্যেই হলদেভাব ও তিলা পড়ার সমস্যা দেখা দেয়। তাই সাদা কাপড় ধোয়ার পরে কড়া রোদে শুকানো ভালো। এতে উজ্জ্বলতা বাড়ে। তাছাড়া সাদা রংয়ের কাপড়ে হালকা নীল ব্যবহারে দীর্ঘদিন ভালো থাকে।

- তবে সাদা পোশাকে নীল ব্যবহারের সতর্ক হতে হবে। তরল বা গুঁড়া যে ধরনের নীলই ব্যবহার করা হোক না কেনো তা ভালোভাবে পানিতে মিশেছে কিনা সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। না হলে সাদা কাপড়ে ছোপ ছোপ নীলের দাগ দেখা দেবে।

- সাদা কাপড় ইস্ত্রি করার সময়, উপরে পাতলা পরিষ্কার কাপড় রেখে নেওয়া ভালো। কারণ সরাসরি তীব্র তাপ প্রয়োগে সাদা কাপড়ে হলদে ভাবের সৃষ্টি হয়।

যেসব ঘরোয়া পণ্য জীবাণুতে পূর্ণ - সাবধানতায় সুরক্ষা

ঘরের এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো প্রতিদিনই ব্যবহৃত হয়। তবে অনেকেরই জানা নেই নিত্যব্যবহার্য এসব

পণ্য জীবাণুর অভয়ারণ্য।

জানা নেই, তাই এসব বিষয়গুলো নিয়ে তেমন একটা মাথাও ঘামানো হয় না। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে নিত্যব্যবহৃত এমন কিছু জিনিসের নাম দেওয়া হল।

কিচেন স্পঞ্জ বা মাজুনি

প্রতিদিনের এঁটো বাসন, প্লেট, রান্না ঘরের সিঙ্ক ইত্যাদি পরিষ্কার করতে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিচেন স্পঞ্জ বা মাজুনি। খাবার তৈরির সরঞ্জাম এবং প্লেট-গ্লাস পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত এই জিনিস পরিপূর্ণ থাকে ব্যাক্টেরিয়ায়।

আর ব্যাক্টেরিয়াপূর্ণ মাজুনি বা কাপড় দিয়ে প্রতিবার মোছার সময় ক্ষতিকারক জীবাণু ছড়িয়ে যায় রান্নায় ব্যবহৃত অন্য সব সরঞ্জামেও। তাই জীবাণুর বিস্তার ঠেকাতে প্রতিবার ব্যবহারের পর স্পঞ্জটি সঠিকভাবে পরিষ্কার করে রাখা জরুরি।

পরিষ্কার করা: ব্যবহার শেষে স্পঞ্জ বা কাপড় গরম পানিতে ভিজিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর ভালো মতো চেপে পানি ঝেড়ে শুকিয়ে নিতে হবে। আর মাঝে মাঝেই স্পঞ্জটি গরম পানিতে জীবাণুনাশক উপাদান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

রান্নাঘরের সিংক

দেখা গেছে টয়লেট সিটের তুলনায় ১০ গুণ বেশি ব্যাক্টেরিয়া থাকে রান্নাঘরের সিংকে। কারণ হিসেবে ধরা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়ে থাকলেও রান্নাঘরের

সিংকের প্রতি তেমন একটা যত্নবান নন অনেকেই।

রান্নাঘরের সিংক বেশিরভাগ সময়ই ভেজা থাকে আর খাবারের অংশ, শাকসবজির টুকরা প্রায়ই পড়ে থাকে যা থেকে ব্যাক্টেরিয়া জন্মায়। তাই রান্নাঘরের সিংক নিয়ম করে পরিষ্কার করা জরুরি।

পরিষ্কার করা: প্রতি সপ্তাহে দুতিনবার রান্নাঘরের সিংক পরিষ্কার করা উচিত। বিশেষ করে রান্নার পর এবং বাসন ধোয়ার পর অবশ্যই সিংক পরিষ্কার করা দরকার। বিশেষ করে বেসিনের পানি যাওয়ার জায়গা ভালো মতো গরম পানি ও জীবাণুনাশক উপাদান দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

টুথব্রাশ

প্রতিবার দাঁত মাজার পর দাঁত ও মুখের জীবাণু এঁটে যায় ব্রাশে। আর বেশিরভাগ মানুষই টুথব্রাশ রাখেন বাথরুমে বা বাথরুমের কাছাকাছি বেসিনের ওপর। ফলে যেসব ব্যাক্টেরিয়া বাতাসে ভেসে বেড়ায় সেগুলোও আটকে যায় ব্রাশে।

পরিষ্কার করা: তাই টুথব্রাশ শুকানোর জন্য একটি হোল্ডারে রাখা উচিত। আর সম্ভব হলে বাথরুম থেকে দূরে রাখা উচিত। অসুস্থ হলে সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সাধারণত তিন মাস পরপর ব্রাশ বদলে নেওয়া উচিত।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি

নিত্যব্যবহার্য যন্ত্র যেমন, রিমোট, কিবোর্ডস, ফোন ইত্যাদি প্রতিদিনই পরিবারের একাধিক সদস্য ব্যবহার করেন। আর এই যন্ত্রগুলো তেমন একটা পরিষ্কারও করা হয় না। তাই এসবে জমতে পারে কিচেন স্পঞ্জের সমপরিমাণ জীবাণু।

কম্পিউটার ব্যবহার বা টিভি দেখতে দেখতে প্রায়ই স্ন্যাকস বা নাস্তা খাওয়া হয়। ফলে হাত থেকে মাউস, রিমোট বা কিবোর্ডসে তেল বা খাবারের টুকরা লেগে যায়। ভালোমতো পরিষ্কার করা না হলে সেখান থেকেই জন্ম নেয় ব্যাকটেরিয়া।

পরিষ্কার করা: সপ্তাহে একদিন বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে কিবোর্ড, ভিডিও গেইম কন্টোল ডিভাইস, মাউস, রিমোট, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নেওয়া উচিত।

মনে রাখুন, টাচস্ক্রিন বা কম্পিউটার মনিটর পরিষ্কার করার সময় ময়লাধুলা ভালো করে ঝেরে নিন। না হলে স্ক্রিনে দাগ পড়বে। আর সুতি কাপড় ব্যবহার করুন।

কার্পেট

বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, কার্পেট বা পাপোশে প্রতি স্কয়ার ফুটে প্রায় দুই লাখ ব্যাক্টেরিয়া থাকে। আর এ থেকে চামড়ার রোগ হতে পারে।

পরিষ্কার করা: তাই যারা ঘরে কার্পেট বা পাপোশ ব্যবহার করেন তাদের উচিত সপ্তাহে একবার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্রাশ লাগিয়ে পরিষ্কার করা তারপর কাপড় জীবাণুমুক্ত করার উপাদান ব্যবহার করা।

স্নানের তোয়ালে

ব্যবহারের পর তোয়ালে যদি প্রায় ২০ মিনিট বা তার বেশি সময় ভেজা অবস্থায় থাকে তবে ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া জন্মাতে শুরু করে।

পরিষ্কার করা: তাই ভেজা তোয়ালে ভালো মতো শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। রোদে বা খোলা জায়গার বাতাসে শুকানো সবচেয়ে ভালো। তিন-চার ঘণ্টা ব্যবহারের পর গরম পানিতে ক্লোরিন ব্লিচ মিশিয়ে ধুতে হবে তোয়ালে। আর এসব করেও যদি আঁশটে গন্ধ, যা ছত্রাকের কারণে হয়, সেটা না যায় তবে বুঝতে হবে নতুন তোয়ালে কেনার সময় হয়ে গিয়েছে।

পার্স বা ব্যাগ

শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি যে, প্রতিদিনের ব্যবহৃত পার্স বা ব্যাগেও প্রচুর পরিমাণে ব্যাক্টেরিয়া থাকে। কারণ প্রতিদিনের ব্যবহার্য ব্যাগ নিয়ে অনেক জায়গায় যাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়। আর সেখানকার জীবাণু লেগে যায় ব্যাগে। ব্যাগ তেমনভাবে পরিষ্কার করাও হয় না। পরিষ্কার করা: সপ্তাহে অন্তত একবার কাপড়ে ব্যবহৃত জীবাণুনাশক তরল দিয়ে ব্যাগ বা পার্স পরিষ্কার করুন।

আরব সাগরে ওএনজিসি হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ

মুম্বই, ২৮ জুন (হি.স.): মুম্বই হাই-তে ওএনজিসি-র রিগ সাগর কিরণের কাছে আরব সাগরে জরুরি অবতরণ করল ওএনজিসি-র একটি যাত্রীবাহী হেলিকপ্টার। ওই হেলিকপ্টারে ৭ জন যাত্রী ও দু''জন পাইলট ছিলেন। উপকূলরক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় ৯ জনকেই উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই সুরক্ষিত রয়েছেন। টুইট করে মঙ্গলবার অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড (ওএনজিসি) জানায়, ওএনজিসি-র রিগ সাগর কিরণের কাছে আরব সাগরে জরুরি অবতরণ করে কোম্পানির একটি যাত্রীবাহী হেলিকপ্টার। ওএনজিসি-র পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগায় ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীও। একে একে ৯ জনকেই উদ্ধার করা হয়। এমআরসিসি দ্বারা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জাল সক্রিয় করা হয়। উপকূলরক্ষী বাহিনী, নৌবাহিনী এবং ওএনজিসি-এর সমন্বয়ে যৌথ প্রয়াসে ৯ জনকে উদ্ধার করা হয়। সকলেই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

সর্দার প্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নিরীক্ষণ করলেন জয়রাম

মান্ডি, ২৮ জুন (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতে সর্দার প্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নিরীক্ষণ করলেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর। মঙ্গলবার সকালে মান্ডির সর্দার প্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পূজার্চনা করেছেন জয়রাম ঠাকুর, পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। জয়রাম ঠাকুর বলেছেন, আজ মান্ডির জন্য একটি বড় দিন।এদিন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি এখানে পড়াশোনা করতাম এবং সবসময় ক্যাম্পাসে কিছু অবদান রাখতে চাইতাম। শিমলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে, এই ক্যাম্পাসটি শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি ধারণ করে।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, এই কলেজে ৬ হাজার ৭০০-রও বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন। তাই আমরা এই কলেজের উন্নয়ন এবং একটি ক্লাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। মান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এর অধীনে থাকবে ১৪০টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজ।

আমেরিকায় বাতিল ৭০০ বেশি বিমানের উড়ান

ওয়াশিংটন, ২৮ জুন (হি. স.) : একদিনে ৭০০ বেসি বিমানের উড়ান বাতিল হল আমেরিকায়। রবিবার রাত থেকে প্রায় ৭৪৭টি বিমানের উড়ান বাতিল হয়। এমনটাই জানা গেছে খবরে।রবিবার রাত থেকে সোমবার পর্যন্ত আমেরিকায় ডেল্টা এয়ারলাইন্স একাই ২২৪টি ফ্লাইট বাতিল করে। রিপাবলিক এয়ারওয়েজ ১৯৬টি, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স বাতিল করেছে ১২২টি ফ্লাইট। আমেরিকান এয়ারলাইন্স বাতিল করেছে ৬২ ফ্লাইট। একই সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বিমান কোম্পানিও নিজেদের ফ্লাইট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়।প্রতিকূল আবহাওয়া ও কর্মীদের ঘাটতি থাকায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে কোম্পানিগুলো। ডেল্টা এয়ারলাইন্সের এক মুখপাত্র সিএনএনকে জানান, যে বিষয়গুলো ফ্লাইট অপারেশন বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার মধ্যে কর্মী সংকট, আবহাওয়া ও এয়ার ট্রাফিক কন্টোল রয়েছে। এসব সংকট মোকাবিলা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, যখন একদমই কোনও উপায় পাওয়া যায় না, তখনই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। গ্রাহকরা দুর্ভোগে পোহাচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি ক্ষমা প্রার্থনাও করেন। প্রসঙ্গত, চলতি গ্রীষ্মে ভ্রমণ চাহিদা বৃদ্ধির পরও ফ্লাইট বাতিলের সিদ্ধান্ত কোম্পানিগুলোর সক্ষমতাকে আঘাত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

চোট সারিয়ে আজ উইম্বলডনে নামছেন সেরেনা

লন্ডন, ২৮ জুন (হি. স.) : টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে সর্বোচ্চ ২৪ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার লক্ষ্যে ফের র্যা কেট হাতে নামছেন সেরেনা উইলিয়ামস। মঙ্গলবার বিকেলে উইম্বলডনে অভিযান শুরু করতে চলেছেন সাতবারের চ্যাম্পিয়ন। বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে সেরেনা উইলিয়ামসের। একসময়ের অবিসংবাদী বিশ্বসেরার র্যা ঙ্কিংও নেমে গিয়েছে অনেকটাই। বিশ্বের সেরা হাজার টেনিস খেলোয়াড়ের মধ্যেও নেই তাঁর নাম। প্রতিযোগিতামূলক টেনিস থেকে দূরে রয়েছেন প্রায় এক বছর। তবুও আশা ছাড়েননি তিনি। মঙ্গলবার ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে ঘাসের কোর্টে খেলতে নামছেন সেরেনা। তবে সেন্টার কোর্টে খেলতে নামার আগে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালকিন।শেষবার উইম্বলডন ট্রফি জিতেছিলেন ২০১৬ সালে। তবে ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে ফাইনালে উঠেও হার মানতে হয় তাঁকে। ২০২০ সালে কোভিডের কারণে বাতিল হয়ে যায় ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিযোগিতা। ২০২১ সালে ফের ঘাসের কোর্টে ফেরেন টেনিসের রানি সেরেনা। কিন্তু চোখের জলে লন্ডন থেকে বিদায় নেন তিনি। চোটের কারণে নামতে পারেননি গত বছরের ইউ এস ওপেনে। চলতি বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন বা ফ্রেঞ্চ ওপেনেও নামতে পারেননি তিনি। অবাছাই হিসাবেই চলতি বছরে প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামে নামছেন সেরেনা। প্রিয় টুর্নামেন্ট উইম্বলডনে নেমেই মার্গারেট কোর্টের রেকর্ড স্পর্শ করতে চান তিনি। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দৌড় শুরু করবেন মঙ্গলবার দুপুরে। প্রতিপক্ষ ফ্রান্সের হারমোনি টান।হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারানোর জন্য এক বছর নিজেকে কোর্ট থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে নামেননি এক বছর। ফলে সদ্য প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে সেরেনার এই পতন। বলা ভাল, উইম্বলডনে কামব্যাক করছেন টেনিসের রানি।

বাড়ছে কলেরা, কাঠমান্ডুতে নিষিদ্ধ হল ফুচকা

কাঠমান্ডু, ২৮ জুন (হি. স.) : এবার নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে নিষিদ্ধ হল ফুচকা। নেপালে হু হু করে কলেরা বাড়ছে। এর মধ্যে ফুচকার জলে কলেরার ব্যাকটেরিয়া মিলেছে। এরপর থেকেই সতর্ক প্রশাসন। আর তার জেরে কাঠমান্ডুতে ফুচকা নিষিদ্ধ হল। ইতিমধ্যেই অন্তত ১২ জনের শরীরে কলেরার জীবাণু ধরা পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ললিতপুর মেট্রোপলিটন সিটির তরফে জানানো হয়েছে, ফুচকায় ব্যবহৃত জলে কলেরা ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়ার পরই তা নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ করা হয়েছে।উল্লেখ্য, বর্ষাকালে জলে নানা রকম সংক্রমণ ধরা পড়ে। এর মধ্যে কলেরা ও ডায়েরিয়ার মতো অসুখ অন্যতম। এই অবস্থায় কাঠমান্ডুর প্রশাসন মনে করছে, দ্রুত ফুচকা বিক্রি বন্ধ না করলে সেখান থেকে সংক্রমণ আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। শুরু থেকেই তা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে সমস্যা আরও বাড়বে। তাই শহরাঞ্চলের পাশাপাশি শহরতলি বা অন্যত্রও যাতে আপাতত ফুচকা বিক্রি না হয় তা নিশ্চিত করতে নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নেপালের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অধীনস্থ এপিডেমিওলজি ও রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান চমনলাল দাস এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কাঠমান্ডুতেই ৫ জনের শরীরে কলেরা ধরা পড়েছে। এছাড়াও চন্দ্রগিরি পুরসভা ও বুঝানিকান্তা পুরসভাতেও সংক্রমণের হদিশ মিলেছে। কারও শরীরে কলেরার জীবাণু ধরা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে যেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আক্রান্তদের সুখরাজ ট্রপিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এর আগেও কাঠমান্ডুতে পাঁচ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে দু'জনকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে একুশে জুলাই এর প্রস্তুতিতে নামলো টিম অভিষেক

ঝাড়গ্রাম, ২৮ জুন (হি. স.) : একুশে জুলাই এর প্রস্তুতিতে নামলো টিম অভিষেক ঝাড়গ্রাম। এই টিমের সদস্যরা জেলার চারটি বিধানসভা এলাকাতেই শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে ধর্মতালা যাওয়ার ডাক দিয়ে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছে। উল্লেখ্য করোনা পরিস্থিতির জন্য গত দু বছর একশে জুলাই এর শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেনি ঝাড়্গাম জেলাবাসী। তাই এবার ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ যাবেন ধর্মতলায় শহিদ দিবসে নেত্রীর বক্তব্য শুনতে। তার আগে মঙ্গলবার থেকে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে ব্যাপক হারে প্রচারে নেমেছে টিম অভিষেক। তার পাশাপাশি তৃণমুলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন গুলিও জেলা জুড়ে প্রচার চালাচ্ছেন। জেলার সব কটি বিধানসভা এলাকায়। গ্রামীণ এলাকা গুলিতে জোর কদমে চলছে দেওয়াল লিখনের কাজ। এছাড়াও ইতিমধ্যে রাজ্যের জল সম্পদ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জেলার নেতাকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে গিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন যাতে করে সমস্ত এলাকার জনপ্রতিনিধিরা প্রচার তুঙ্গে তোলেন। মানুষজনকে সংগঠিত করে তারা যাতে ধর্মতলায় নিয়ে যেতে পারেন তার বার্তা দিয়ে গেছেন।

পাশাপাশি জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন কর্মীরা যাতে সুষ্ঠ ভাবে কলকাতার ধর্মতালায় শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে পৌছাতে পারেন তার জন্য ঝাড়গ্রামের তিনটি স্টেশনে থাকবে একদিন আগের থেকে খাওয়ার দাওয়ারের ব্যবস্থা।ট্রেনের পাশাপাশি যাতে বাসে করেও কর্মীরা যেতে পারেন সেই জন্যও ব্যবস্থা করবে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এই ভাবে গোটা জেলা জুড়ে একুশের জুলাই এর প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। এবিষয়ে টিম অভিষেক ঝাড়্গামের অন্যতম সদস্য ঝাড়্গাম জেলা তৃণমুলের সাধারন সম্পাদক সুমন সাহু বলেন,' আমরা ইতিমধ্যে চারটা বিধানসভা এলাকায় দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছে এছাড়ও তার পাশাপাশি আমাদের এই প্রস্তুতি চলবে। কর্মীরা যাতে ধর্মশালায় পৌছাতে পারেন তার জন্য সব রকমের ব্যাবস্থা থাকবে।'

শিলিগুড়িতে ভারী বৃষ্টির জেরে বাগডোগরায় বন্ধ বিমান চলাচল

শিলিগুড়ি, ২৮ জুন (হি. স.) : মঙ্গলবার সকাল থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে শিলিগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গে। যার জেরে কার্যত বন্ধ হয়ে গেল বিমান চলাচল। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরের উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। ঝুঁকি এড়াতেই আপাতত বিমান ওঠা-নামা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।এদিন সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে দু'টি বিমান নামতে পেরেছে। বাকি বিমানগুলিকে ফিরে যেতে হয়েছে। আপাতত বিমানবন্দরের ইনস্ট্রুমেন্টাল ল্যান্ডিং সিস্টেম বন্ধ রয়েছে। রানওয়ের অ্যাপ্রোচ লাইটও কাজ করছে না বলে খবর। ফলে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে বিমান ওঠা-নামার কোনও সম্ভাবনাই নেই বলে বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে। বুধবারও একইরকম বৃষ্টি হলে উড়ান নামা-ওঠা সম্ভব নয় বলে জানা গিয়েছে। আচমকা বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ে গিয়েছেন যাত্রীরা।

একনাথ শিন্ডেকে তোপ সুপ্রিয়া সুলের বললেন তাঁর তো সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নেই

মুম্বই, ২৮ জুন (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বিদ্রোহী শিবসেনা নেতা একনাথ শিন্ডের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন এনসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে।মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন, একনাথ শিন্ডের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যা ১৪৪ নেই। আমি যা শুনেছি তাঁর কাছে মাত্র ৫০টি সংখ্যা আছে, তাই এটা বলা যাবে না যে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে।'শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউতকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তলব প্রসঙ্গে সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন, 'কেউ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললেই, সে ইডি-র নোটিশ পাচ্ছে। এই ধরনের কাজ দেশ ও সংবিধানের জন্য ভালো নয়।' ঠাকরের পরিবারের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত সুসম্পর্ক রয়েছে বলেও জানিয়েছেন সুপ্রিয়া। তাঁর কথায়, 'এই পরিবারের (ঠাকরে) সঙ্গে আমার আবেগ জড়িত। সরকার আসবে এবং যাবে, কিন্তু এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী থাকবে।

বাইডেনের স্ত্রী ও মেয়ে সহ নতুন করে রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞায় আরও ২৫ মার্কিন নাগরিক

মস্কো, ২৮ জুন (হি. স.) : নতুন করে রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞায় আরও ২৫জন মার্কিন নাগরিক। এর মধ্যে আছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্ত্রী ফার্স লেডি জিল বাইডেন ও মেয়ে অ্যাশলে বাইডেনও। স্থানীয় সময় আজ মঙ্গলবার রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এ নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা দিয়ে জানানো হয়। নিষেধাজ্ঞার কারণে তাঁরা রাশিয়ায় ভ্রমণ করতে পারবেন না।রুশ বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া ২৫ ব্যক্তির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করছে আমেরিকা। প্রতিবাদ হিসেবে ২৫ জন মার্কিন নাগরিকের নাম নতুন করে 'স্টপ লিস্টে' (রাশিয়া ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা) যুক্ত করা হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন একাধিক মার্কিন সিনেটর। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মেইন অঙ্গরাজ্যের সুসান কলিন্স, কেনটাকির মিচ ম্যাককনেল, আইওয়ার চার্লস গ্রেসলি ও নিউইয়র্কের সিনেটর ক্রিস্টেন গিলিব্রান্ড। এ ছাড়া নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অধ্যাপক ও প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তা।

টেস্টিং-সহ পাঁচটি কৌশলে জোর দিতে আহ্বান রাজেশ ভূষণের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ফের বাড়ছে। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। এই পরিস্থিতিতে করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে টেস্টিং-সহ পাঁচটি কৌশলের ওপর জোর দিতে বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে লেখা একটি চিঠিতে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণ কমানোর জন্য, আসন্ন উৎসবের মরসুমে যখন রাজ্যে জনসমাগম হতে পারে তখন পরীক্ষা, ট্র্যাকিং, চিকিৎসা, টিকা এবং কোভিডের উপযুক্ত আচরণ মেনে চলার পাঁচ কৌশলের ওপর জোর দিতে হবে।প্রসঙ্গত, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে করোনার গ্রাফ ঊর্ধমুখী। মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও, চিন্তা কমছে না। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯৬,৭০০-তে পৌঁছেছে। আর এটাই চিন্তা বাড়াচ্ছে কেন্দ্রকে। তাই বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে লেখা চিঠিতে টেস্টিং-সহ পাঁচটি কৌশলে জোর দিতে আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ।

রাজ্যপালকে আক্রমণ তৃণমূলের

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : রাজ্যপালের সঙ্গে তৃণমূলের বাতাবরণ কাটতে খুব একটা সময় লাগলো না। রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের টুইটের পালটা রাজ্যপালকে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার রাজ্যপাল বিজেপি এজেন্ট এর মত কাজ করছেন। আমরা আজ রাজ্যের গোটা পরিস্থিতির কথা তার কাছে তুলে ধরেছি। এখন বিজেপি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাকে হাতিয়ার করে রাজ্য তৃণমূল নেতাদের ওপর অত্যাচার করছে। অবিলম্বে এটা বন্ধ করতে হবে। রাজ্যপাল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নিয়ে অনেক কথা বলেন এখন দেখার উনি কতটা গণতন্ত্র রক্ষা করেন। প্রসঙ্গত, সারদা-নারদ কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলে শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি নেতাদের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে দেখা করলেন ব্রাত্য বসুর নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের আট প্রতিনিধি।

হরিদেবপুরের জল যন্ত্রণায় নাজেহাল স্থানীয়রা

কলকাতা,২৮ জুন (হি. স.): কিছুদিন আগেই হরিদেবপুরে জামা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক শিশুর। কিন্তু এখনো সামান্য বৃষ্টি হলেও জল জমে যাচ্ছে হরিদেবপুর। জমা জলে যাতায়াত করতে গিয়ে নাজেহাল স্থানীয়রা। মঙ্গলবার এই ঘটনায় চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রবিবার সন্ধেয় শিক্ষায় বাড়িতে প্রসাদ নিয়ে যেতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রের। এরপর প্রশাসন নড়েচড়ে বসলেও সেই একই অবস্থা। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় তার মাটিতে পড়ে রয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থাও ঠিকঠাক মেনটেন হয় না। কোনও বাতিস্তম্ভে খোলা তার রাখা যাবে না মেয়রের এই নির্দেশের পরও কলকাতার রিচি রোডে একই রকম ছবি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মঙ্গলবার অবিলম্বে রাস্তা ঠিক সহ বিদ্যুতের তার যাতে মাটিতে না পড়ে থাকে সেই দাবিতে পথে নেমে প্রতিবাদ জানায় স্থানীয়রা। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শান্তিনিকেতনের সুরুল গ্রামে সম্প্রীতির অন্য নজির মিলল

শান্তিনিকেতন, ২৮ জুলাই (হি. স.) : দেশ-রাজ্য জুড়ে যখন ধর্মীয় বিভেদ-হানাহানি-হিংসা চলছে। তখন শান্তিনিকেতনের সুরুল গ্রামে সম্প্রীতির অন্য নজির মিলল। প্রায় ৩৫০ বছরের প্রাচীন লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির সংস্কার করছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের শিল্পীরা। মন্দিরের গায়ে রয়েছে বহু দেবদেবীর প্রতিকৃতি ও শিল্প কর্ম। 'জাতপাত নয়, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্প কর্ম রক্ষা করাই ধর্ম।', এমনটাই বলছেন সুরুলের জমিদার বাড়ির সদস্য থেকে কর্মরত শিল্পীরা। বর্ধমান জেলার নীলপুর গ্রাম থেকে বীরভূমের শান্তিনিকেতনের সুরুল গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন ভরত চন্দ্র ঘোষ (''সরকার'' পদবি ইংরেজ প্রদত্ত)। তাঁর ছেলে কৃষ্ণহরি সরকার জমিদারির সূচনা করেন। আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরুল জমিদার বাড়ি। সুরুল গ্রামে লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কৃষ্ণহরি সরকার। আনুমানিক ৩৫০ বছরের প্রাচীন এই মন্দির, জানাচ্ছেন সরকার বাড়ির সদস্যরা। এই মন্দিরের গায়ে রয়েছে অজস্র দেবদেবীর মূর্তি, বর্নিত কাহিনী সমূহ। প্রাচীন এই মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ঐতিহ্য, শিল্প, সংস্কৃতি ধরে রাখতে সংস্কারের উদ্যোগ নিল সরকার বাড়ির সদস্যরা। তবে এই প্রাচীন শিল্পকলা মুদ্রিত মন্দির সংস্কার করতে সব শিল্পী পারেন না। তারজন্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞ শিল্পী চাই। সেই মত মুর্শিদাবাদ থেকে একদল শিল্পীকে নিয়ে আসা হয় মন্দির সংস্কারের জন্য। মহম্মদ তাজেম শেখের তত্ত্বাবধানে চলছে মন্দির সংস্কার।

প্রসঙ্গত, একদিকে দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে ধর্মীয় বিভেদ, হানাহানি, চলছে ধর্মীয় উস্কানি। যার জেরে জ্বলছে বাস, ট্রেন, দোকান-পাট। এমন একটি পরিস্থিতি মধ্যে সুরুল গ্রামে সম্প্রীতির নজির নজর কেড়েছে সকলের। মুসলমান সম্প্রদায়ের শিল্পীরা নিঁখুত ভাবে মন্দির সংস্কারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। শিল্পী মহম্মদ তাজেম শেখের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, এর আগেও তিনি বেলুড় মঠে বিভিন্ন সংস্কারের কাজ করেছেন, সারদাদেবীর সিঁড়িঘাট, দেউল মন্দির, শ্রীরামপুরে গীর্জা, ইম্ফল মন্দির প্রভৃতি সংস্কারের কাজও তারাই করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা কর্মটাই দেখি। যতটুকু শিল্পকর্ম জানি সেটুকুই করি। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা সব জায়গায় কাজ করি।' সুরুল জমিদার বাড়ির সদস্য জয়দেব সরকার বলেন, 'আমাদের কাছে ওদের পরিচয় শিল্পী বলেই। শিল্পীর আলাদা করে কোন জাত-ধর্ম হয়না। প্রাচীন এই মন্দির ওরাই সংস্কার করছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকেই ওদের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। এখানে থেকেই মন্দিরের কাজ করছে মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানে যাচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট

মস্কো, ২৮ জুন (হি. স.) : ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের মধ্যেই বিদেশ সফরে যাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার তাজিকিস্তান যাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। সেখান থেকে যাবেন তুর্কমেনিস্তানে।রুশ প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র জানিয়েছেন, কাস্পিয়ান সাগর দেশগুলির সঙ্গে এক সম্মেলনে যোগ দেবেন পুতিন। তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইমোমালি রহমানের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের। এর আগে শেষ বার চলতি বছরে ফেব্রুয়ারির শুরুতে বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন পুতিন।

প্রয়াত শাপুরজি-পালোনজি গ্রুপের কর্ণধার পালোনজি মিস্ত্রি, শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

মুম্বই, ২৮ জুন (হি.স.): প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা শাপুরজি-পালোনজি গ্রুপের কর্ণধার পালোনজি মিস্ত্রি। সোমবার রাতে দক্ষিণ মুম্বইয়ে নিজের বাসভবনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। বিশিষ্ট শিল্পপতি পালোনজি মিস্ত্রির প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিও। ২০১৬ সালে পালোনজি মিস্ত্রীকে ভারতের শীর্ষ বেসামরিক পুরস্কারগুলির মধ্যে একটি পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছিল।

বিশিষ্ট শিল্পপতি পালোনজি মিস্ত্রির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'বাণিজ্য ও শিল্প জগতে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন পালোনজি মিস্ত্রি। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমার সমবেদনা। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।' কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'পালোনজি মিস্ত্রি, একটি যুগের সমাপ্তি। জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দের মধ্যে একটি ছিল তাঁর প্রতিভা, কর্মক্ষেত্রে তাঁর নম্রতা প্রত্যক্ষ করা। পরিবার এবং তাঁর প্রিয়জনদের প্রতি আমার সমবেদনা।'

মুম্বইয়ের কুরলায় বাড়ি ভেঙে মৃত্যু ১০ জনের; আহত ১৩ জন, আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

মুম্বই, ২৮ জুন (হি.স.): মুম্বইয়ের কুরলা এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি ৪-তলা বাড়ি। বহুতল ভেঙে ভগ্নাবশেষের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৩ জনকে, তাঁদের মধ্যে ৯ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৪ জন। সম্ভবত আরও কয়েকজন ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন। তাঁদের সন্ধানে চলছে উদ্ধারকাজ। সোমবার মধ্যরাতের দিকে আচমকাই ভেঙে পড়ে কুরলার নায়েক নগর সোসাইটিতে অবস্থিত আবাসিক বহুতলটি। বিল্ডিং ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকাজে হাত লাগায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল ও পুলিশ। বৃহন্মুম্বই পৌর নিগম জানিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত ১০ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ১৩ জনকে ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও কয়েকজন ভগ্নাবশেষের নীচে সম্ভবত চাপা পড়ে রয়েছেন।

আহতদের ঘাটকোপার ও সিওনের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিএমসি-র কমিশনার ইকবাল এস চাহাল জানিয়েছেন, সম্ভবত ৭-৮ জন এখনও ভগ্নাবশেষের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন। ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ১৩ জন আহত হয়েছেন।

জামাত

● প্রথম পাতার পর

বিয়ের কয়েক মাস পর শ্বশুর বাড়ি থেকে সম্পর্ক মেনে নেওয়ার পর নান্টু তার স্ত্রী মৌসুমীকে গত কিছু দিন আগে তার বাপের বাড়িতে বেড়াতে পাঠিয়েছিলেন।এরপরই দেখা দেয় বিপত্তি। মৌসুমীকে স্বামীর বাড়িতে আসতে দিচ্ছেন না তার বাবা দুলাল দেবনাথ। পরে বাধ্য হয়ে নান্টু চৌধুরী স্ত্রীকে আনতে গেলে তার শ্বশুর মেয়েকে দিতে রাজি হননি। তখন শ্বশুরের সাথে নান্টুর বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক সময় শ্বশুর দুলাল দেবনাথ উত্তেজিত হয়ে নান্টুর হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে রাধা কিশোর পুর থানায় শ্বশুর দুলাল দেবনাথের বিরুদ্ধে মামলা করেন জামাতা নান্টু চৌধুরী।

ট্রাকে ধাক্কা দেওয়ার পর মিসৌরিতে বেলাইন ট্রেন; মৃত্যু ৩ জনের, আহত কমপক্ষে ১২

মিসৌরি, ২৮ জুন (হি.স.): আমেরিকার মিসৌরিতে ট্রাকে ধাক্কা দেওয়ার পর লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ট্রেন বেলাইন হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জন যাত্রীর ও কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন। লস এঞ্জেলেস-শিকাগো প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি যখন মেন্ডন শহরের কাছে একটি রেল ক্রসিংয়ে লাইনচ্যুত হয়ে যায় তখন প্রায় ২৪৩ জন যাত্রী ছিলেন ওই ট্রেনে।

স্থানীয় সময় ১২.৪২ মিনিট নাগাদ ওই রেল দুর্ঘটনায় সাতটি বগি এবং দু''টি লোকোমোটিভ লাইনচ্যুত হয়। একটি বিবৃতিতে আমেরিকার জাতীয় রেল অপারেটর - আমট্রাক জানিয়েছে, লস এঞ্জেলেস-শিকাগো প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি মেন্ডন শহরের কাছে একটি রেল ক্রসিংয়ে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ট্রাকে ধাক্কা দেওয়ার পর লাইনচ্যুত হয়ে যায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের ও ১২ জন আহত হয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আদালতের

● প্রথম পাতার পর

পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান গোপাল সূত্রধর, পৌর পরিষদের সদস্য দীপা দেব। তারাও অবরোধের শামিল হন। তাঁরা কথা বলেন আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও ডিসি এম-এর সাথে।

দীপা দেবের দাবি, আদালত কিছু না জেনেই রায় দিয়েছে। এই রায় তিনি মানেন না। আমবাসা বাসির অবরোধের ফলে আদিত্য কুমার তেওয়ারির পরিবারের লোকজন মন্দির ছেড়ে চলে যান। এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয় গোটা আমবাসা। ফলে, মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

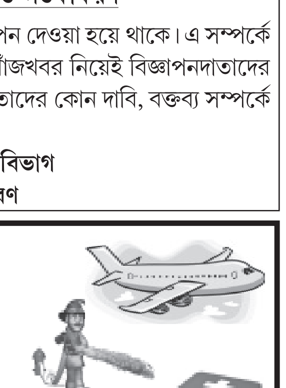

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চণ্ডীগড়ে জিএসটি পরিষদের ৪৭ তম বৈঠক শুরু, পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন

চণ্ডীগড়, ২৮ জুন (হি.স.): কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পৌরহিত্যে পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) পরিষদের ৪৭ তম বৈঠক মঙ্গলবার চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দু''দিনের এই জিএসটি পরিষদের ৪৭ তম বৈঠকে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলির ঊর্ধতন কর্মকর্তারা ছাড়াও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীনগরে এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তবে প্রায় ৬ মাস পর হতে যাওয়া এই বৈঠক চণ্ডীগড়ে শুরু হয়েছে। জিএসটি হারের যৌক্তিককরণ এবং ট্যাক্স স্ল্যাব এবং ছাড়ের পরিবর্তনগুলি বৈঠকে বিবেচনা করা হতে পারে এবং এই বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হওয়া এই বৈঠকে শেষ হবে ২৯ জুন, বুধবার।

টেক্সাসে ৪৬ জন অভিবাসীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, ট্রাক্টর-ট্রেলার থেকে উদ্ধার সকলের দেহ

টেক্সাস, ২৮ জুন (হি.স.): আমেরিকার টেক্সাসে ৪৬ জন অভিবাসীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। একটি ট্রাক্টর-ট্রেলার থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪৬ জনের মরদেহ। ট্রাক্টর-ট্রেলাররের ভিতরে ৪৬ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, আর ১৬ জনকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ট্রাক্টরটি টেক্সাসের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সান আন্তোনিওতে একটি নির্জন রাস্তায় পাওয়া গিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, এরা প্রত্যেকেই গোপনে আমেরিকায় প্রবেশ করতে গিয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মেক্সিকো সীমান্ত থেকে আমেরিকায় ঢুকেছিল এরা। এ ধরনের আন্তঃসীমান্ত পারপারের চেষ্টায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু এমন ঘটনা কখনো সামনে আসেনি। ওই ট্রাকের কথা কেউ পুলিশকে জানিয়েছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে ট্রাকের গেট সামান্য খোলা ছিল। তাদের মধ্যে একজন ট্রেলারের বাইরে পড়ে ছিল।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ১৬ জনের মধ্যে ১২ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং চারটি শিশু রয়েছে। রোগীদের শরীর অত্যধিক গরম ছিল এবং তাঁদের শরীরে জলের অভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এটি মানব পাচারের ঘটনা কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

নিলেন না মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ভোট দিলে এনডিএ সমর্থিত প্রার্থী ৭০০ ভোট পাবেন। কিন্তু, তিনি বিধায়ক হিসেবে ভোট দিলে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পাবেন ২৬ ভোট। এক্ষেত্রে লোকসান হচ্ছে, আপাত দৃষ্টিতে তাই দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সাংসদ হিসেবে ডা: মানিক সাহা ভোট দিলে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর গদি থাকবে না। কারণ, তিনি বিধায়ক হবেন না।

এই পরিস্থিতিতে, বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকতে হবে তাঁকে। সাংসদ পদে তিনি পদত্যাগ দিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজ্যসভা থেকে কারোর ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ থাকছে না। সাথে প্রশ্ন উঠেছে, এমনই সমস্যা দেখা দেবে, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব আঁচ করেননি কেন। ফলে, দুয়েক দিনের মধ্যেই তিনি দিল্লি যাচ্ছেন, সূত্রের খবরে এমনটাই জানা গেছে।সম্প্রতি বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী পদে পদত্যাগের পর ডা: মানিক সাহাকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে সাংসদ পদে পদত্যাগের পরামর্শ দেবেন। কারণ, এই মুহুর্তে আবারও মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন চাইবেন না দলের হাইকমান্ড।

বিলোনীয়ায়

● প্রথম পাতার পর

বাক্সে রাখা ২৬ হাজার ১০০ টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু, ওই সময় দোকানের মালিককে আসতে দেখে প্রসেনজিত হতভম্ব হয়ে দোকানের মধ্যে থাকা একটি বাক্সে টাকা লুকিয়ে রাখেন। দোকানের মালিক আসতেই প্রসেনজিৎ জিনিস দিতে বলেন। তার ব্যবহারে সন্দেহ হয় দোকান মালিকের। কোন কিছু বুঝতে না দিয়ে ক্যাশ বাক্স খুলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে তাঁর।

তিনি দেখেন ক্যাশ বাক্সে টাকা নেই। সাথে সাথে নিজের ছেলেকে ডেকে এনে সিসি ক্যামেরা চেক করেন। তখনই সবকিছু সিসি ক্যামেরার ফুটেজে বেরিয়ে আসে। এরপর প্রসেনজিৎ দেকে দোকানের সামনে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন। তার উপর চড়াও হন বাজারের অন্যান্য সদস্যরা। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানাতে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ওই যুবককে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

জোর কদমে

● প্রথম পাতার পর

থেকে মেলায় জড়ো হয় মানুষ।এ বছর এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। আগরতলা শহর থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরের এই পুরাতন আগরতলা এক সময় এখানকার রাজধানী ছিল, যার অপর নাম পুরাতন হাভেলী। সেখানে স্থাপন করা হয়েছিল তাদের ১৪ জন কুল দেবতাকে। তাই এর নাম চতুর্দশ দেবতা বাড়ি। পরবর্তী রাজারা রাজধানী স্থানান্তর করে বর্তমান আগরতলায় নিয়ে এলেও তাদের কুলদেবতারা সেখানে রয়ে যায়।

এই ১৪ জন দেবতার মধ্যে সারাবছর মাত্র তিনজন দেবতার পূজা হয়। বাকিদের মন্দিরে সিন্ধুকের ভেতরে রাখা হয়। শুধুমাত্র খার্চি উৎসবের সাতদিন মোট ১৪ জন দেবতার পূজা হয় ও পূণ্যার্থীদের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই মন্দিরের পূজা থেকে শুরু করে উৎসবের যাবতীয় খরচ আসে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে।এর পেছনেও একটি সুন্দর ইতিহাস রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার সময় ত্রিপুরা ছিল রাজন্য শাসিত স্বাধীন দেশীয় রাজ্য। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরা ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে যোগ দেয়।

রাজতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্রের সূচনায় রাজ্যের মানুষের দায়িত্ব চলে যায় ভারত সরকারের ওপর। তখন একটি প্রশ্ন সামনে আসে জনগণের দায়িত্ব তো নিয়ে নিলো দেশের সরকার কিন্তু রাজকোষ থেকে যে সব মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে তার দায়িত্ব কে নেবে? তখন সিদ্ধান্ত হয় যে রাজকোষ থেকে পরিচালিত সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেবে ত্রিপুরা সরকার। সেই থেকে এখনও এই রীতি চলে আসছে। মন্দিরের নিত্য পূজা থেকে উৎসবের যাবতীয় খরচ বহন করে রাজ্য সরকার।সপ্তাহব্যাপী খার্চি পূজা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। মন্দির প্রাঙ্গণের সমস্ত মন্দিরগুলি নতুন সাজে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।

টানা বৃষ্টিতে ধস গ্যাংটকে, মৃত্যু একই পরিবারের ৩ সদস্যের

গ্যাংটক, ২৮ জুন (হি.স.): টানা বৃষ্টিতে আবারও ধস নেমে বিপত্তি সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে। ধসের জেরে একই পরিবারের তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ৮ ও ৭ বছরের দুই বালকও রয়েছে। গ্যাংটকের রোঙ্গায় দোকান দারা দেচিলিং-এ ভূমিধসের ঘটনাটি ঘটেছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, সোমবার রাত ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ ধস নামে।

বিমল মঙ্গার নামে এক ব্যক্তির বাড়ি ধসের কবলে পড়ে। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। দুই সন্তানের মধ্যে এক জনের বয়স ৮। অপর জনের বয়স ৭। খোঁজ মিলছে না গৃহকর্তা বিমলের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় উদ্ধারকারী দল। অন্য দিকে, উত্তরবঙ্গে আরও বৃষ্টি বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পঙে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওই জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দুই দিনাজপুর জেলাতেও।

ইউক্রেনের মলে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত ১৬, আহত কমপক্ষে ৫৯ জন

কিয়েভ, ২৮ জুন (হি.স.): ইউক্রেনের ক্রেমেনচুক শহরের একটি জনাকীর্ণ মলে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৬ জন। এছাড়াও আহত হয়েছেন ৫৯ জন। ইউক্রেনীয় বিমান বাহিনী জানিয়েছে, পশ্চিম রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে টিইউ-২২ বোমারু বিমান থেকে ছোঁড়া কেএইচ-২২ এন্টি-শিপ মিসাইল দ্বারা মলটিতে হামলা চালানো হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে ওই ওই মলটি। ইউক্রেনের জরুরি পরিষেবার প্রধান সের্গেই ক্রুক বলেছেন, শপিং সেন্টারে সোমবারের ক্ষেপণাস্ত্রে হামলার পর প্রধান কাজগুলি হল 'উদ্ধার কাজ, ধ্বংসাবশেষ অপসারণ এবং আগুন নেভানো'। তিনি বলেছেন, এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু ও ৫৯ জন আহতের কথা জানতে পেরেছি, তাঁদের মধ্যে ২৫ জন হাসপাতালে ভর্তি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এর আগে বলেছিলেন, এক হাজারেরও বেশি বেসামরিক মানুষ মলে ছিলেন, যখন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। জেলেনস্কি ফেসবুকে লেখেন, 'মলে আগুন লেগেছে, উদ্ধারকারীরা আগুনের সঙ্গে লড়াই করছে। নিহতের সংখ্যা কল্পনা করা অসম্ভব।'

বৃষ্টিতে

● প্রথম পাতার পর

যাবৎ যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। জানা গেছে গাড়িটি একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে এই সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছিল। চুন এবং ব্লিচিং পাউডার বুঝাই গাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায়।

তিনজনের

● প্রথম পাতার পর

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, জনগণ যেভাবে তাকে আশীর্বাদধন্য করেছেন সেই প্রতিদান দিতে তিনি প্রস্তুত। জনগণের সেবা করা তার লক্ষ্য। ইতিপূর্বে তিনি জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। রাজ্যবাসী সে সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। এবারও কংগ্রেস দলের বিধায়ক হিসেবে জনগণের বিভিন্ন সমস্যা ও দুঃখ দুর্দশার কথা বিধানসভায় তুলে ধরতে তিনি বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন।

কংগ্রেস দলের একমাত্র বিধায়ক হিসেবে সুদীপ রায় বর্মন জয়ী হওয়ায় তিনি দারুন খুশি বলেও জানিয়েছেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

টিএমসির

● প্রথম পাতার পর

কলেজে মাসে কুড়ি হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হচ্ছে।

ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যারা ইন্টার্ন করছেন তাদেরকেও প্রতি মাসে সরকারি মেডিকেল কলেজের হারে কুড়ি হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ড দিতে হবে। আন্দোলনরত ইন্টার্ন ডাক্তারদের মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে একাধিকবার ডেকে এনে এসব বিষয়ে বুঝানো হয়েছে এবং পরবর্তী পরিচালন কমিটির বৈঠকে বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী এ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদেরকে লিখিত প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করছে না। তাতে ইন্টারনেটের ক্ষতি হচ্ছে বলে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিয়েছেন। অবিলম্বে তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে না নিলে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ভোক্তাদের

● প্রথম পাতার পর

মতো হটাৎ হটাৎ ঝলক দেখাচ্ছে বিজলি।

এনিয়ে দফায় দফায় স্থানীয়দের তরফে কাঞ্চনবাড়ির নিগম অফিসে মৌখিক এবং লিখিতভাবে জানিয়েও কোনো সুরাহা হচ্ছেনা বলে অভিযোগ। অবশেষে বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার এলাকার মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবার এমন নগ্ন রূপের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে সামিল হন সড়ক অবরোধে। ফটিকরায়ের ডেমডুমে কমলপুর-কৈলাশহর-কুমারঘাট সড়কে চলে অবরোধ আন্দোলন। অবরোধের জেরে রাস্তার দু-ধারে আটকে পরে ছোট-বড়ো প্রচুর যানবাহন। দূর্ভোগে পড়েন যাত্রী সাধারন থেকে পথচলতি সাধারন মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ফটিকরায় থানার পুলিশ। ছুটে যান নিগমের ডিজিএম রতন দেববর্মা। পরে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে উঠে অবরোধ।

শুধু এই এলাকাই নয়, বর্তমানে গোটা ফটিকরায় বিধানসভা এমনকি রাজ্যজুড়েই এভাবে মাত্রাতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিভ্রাট গ্রাহকদের দূর্ভোগ বাড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রশ্ন উঠছে রাজ্যে যখন বিদ্যুৎ ব্যাবস্থার ঢালাও উন্নয়নের প্রচার তেজি করতে একের পর এক নতুন সাবস্টেশন উদ্বোধন করে চলেছেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী থেকে অন্যান্য মন্ত্রী বিধায়করা তখন এভাবে কেনো বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় নাকাল হতে হচ্ছে গ্রাহকদেরকে।আসলে নিগমের পরিকাঠামোগত ত্রুটিকে জিয়িয়ে রেখে বড়ো বড়ো সাবস্টেশন উদ্বোধন করা হলে এর সুফল কিভাবে পাবেন তারা ?প্রশ্ন রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের। এদিকে উদ্বোধন হলেও কর্মীর অভাবে বেশিরভাগ সাবস্টেশনই চালু করা সম্ভব হচ্ছেনা নিগমের পক্ষে। মানুষ বলছেন সবকিছুতেই শুধু উদ্বোধন সার রাজ্যের এই জোট সরকারের।

ভারতে ১৯৭.৩১-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, কোভিড টেস্ট বেড়ে ৪.৭৩-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৭.৩১-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ১৯ লক্ষ ২১ হাজার ৮১১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৭,৩১,৪৩,১৯৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ জুন সারা দিনে ভারতে ৪,৭৩,৭১৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৬,১৪,৮৯,৪০০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,৭৩,৭১৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১,৭৯৩ জন।

মুম্বইয়ের কুরলায় ৪-তলা বাড়ি ভেঙে মৃত্যু একজনের; আহত ১১ জন, খোঁজ নেই অনেকের

মুম্বই, ২৮ জুন (হি.স.): মুম্বইয়ের কুরলা এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি ৪-তলা বাড়ি। বহুতল ভেঙে ভগ্নাবশেষের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৩০ বছর বয়সী এক যুবকের। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৮ জনকে, এই ঘটনায় মোট ১১ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সম্ভবত ২০-২৫ জন এখনও ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন। তাঁদের সন্ধানে চলছে উদ্ধারকাজ।

সোমবার মধ্যরাতের দিকে আচমকাই ভেঙে পড়ে কুরলার নায়েক নগর সোসাইটিতে অবস্থিত আবাসিক বহুতলটি। বিল্ডিং ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকাজে হাত লাগায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল ও পুলিশ। বৃহন্মুম্বই পৌর নিগম জানিয়েছে, বহুতল ভেঙে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ৮ জনকে ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২০-২৫ জন এখনও ভগ্নাবশেষের নীচে সম্ভবত চাপা পড়ে রয়েছেন। আহতদের ঘাটকোপার ও সিওনের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আইসিডিএস প্রজেক্টের অধীনে ১৯১টি সুপারভাইজারের পদ নতুন করে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। শ্রম দপ্তরে মোট ২০টি নতুন পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। পদগুলির মধ্যে রয়েছে লেবার অফিসার ৬টি, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট ১টি, অ্যাকাউন্টেন্ট ৬টি, হেড ক্লার্ক ৫টি এবং ইউডি ক্লার্ক ২টি। এছাড়াও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরে ৬টি ইয়ুথ অর্গানাইজার পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের নতুন ৪টি ডিভিশন চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ৪টি ডিভিশন হলো জিরানীয়া ডিভিশন, অমরপুর ডিভিশন, কাঞ্চনপুর ডিভিশন এবং সাব্রুম ডিভিশন। রাজ্যে বর্তমানে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মোট ৯টি ডিভিশন রয়েছে।তিনি বলেন, আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ডাই-ইন-হারনেসে বিবাহিত মেয়েরাও এখন থেকে চাকরি পাওয়ার যোগ্য বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মেয়ের স্বামী যদি অর্থ উপার্জনে অক্ষম হন তবেই মেয়ে চাকরি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এছাড়াও আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে পূর্ত দপ্তরের অধীন বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণে বিটুমিনের পরিবর্তে বর্জ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার সংক্রান্ত একটি পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আগরতলা শহরের ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে রাস্তা নির্মাণে এই পলিসি ব্যবহার করা হবে, জানান তিনি।

বাজেয়াপ্ত

● প্রথম পাতার পর

বসে থাকে। তখন দুটি টমটমে সন্দেহভাজন সাতজন মহিলা ও একজন পুরুষ যাত্রী সেজে বসে থাকা অবস্থায় দেখে পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ হলে তাদের তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের সাথে থাকা ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ থেকে মোট চব্বিশ প্যাকেটে ৫৮.৮০০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

আটক করা হয় বহিঃরাজ্যের সাত মহিলা সহ এক পুরুষ পাচারকারীকে। ধৃতরা হলেন, আশিস দাস, টুম্পা দাস, সুষমা শাক্ষী, পম্পা দাস, কাঞ্চন শাহানী, পিঙ্কি শাহানী, রম্বা মাহাত্ম্য এবং শোভা মাহাত্ম্য। সকলেই কলকাতার বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বর্তমানে উদ্ধারকৃত গাঁজা সহ পাচারকারীর দলটি বাগবাসা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

এদিকে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা জানান, পাচারকারীর দলটি আগরতলা থেকে ট্রেন যোগে ধর্মনগর রেল স্টেশন আসে। তারপর সেখান থেকে টমটমে করে বাগবাসা এলাকায় এসে সেখান থেকে কলকাতার উদ্দেশ্য যাবার কথা ছিল ঐ দলটির। তিনি আরো জানান, উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ছয় লক্ষ টাকা। পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে। বুধবার ধৃতদের ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলেও জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

গাঁজা পাচার কান্ডের সাথে জড়িত মূল পাণ্ডাদের খুঁজে কি পাচ্ছে না পুলিশ। হাওয়াই বাড়ি নাকা পয়েন্ট থেকে ৪৩৪ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধারের ১২ ঘন্টা যেতে না যেতেই ফের তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ একটি দূরপাল্লার কন্টেনার গাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করলো বিপুল পরিমাণে শুকনো গাঁজা, সেই সঙ্গে আটক গাড়ির চালক। ঘটনা সোমবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া থানার সম্মুখে।

খবরে প্রকাশ,আগরতলার বাইপাসের দিক থেকে দূরপাল্লার একটি ডব্লিওবি২৩সি০৪৭১ নম্বরের একটি কন্টেনার গাড়ি বহিঃরাজ্যের দিকে যাওয়ার পথে গাড়িটিকে তেলিয়ামুড়া থানার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে সন্দেহ বশত তল্লাশি চালিয়ে গাড়িটির এক গোপন চেম্বার থেকে ২১১৯ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে আটক করা হয় বিহার রাজ্যের গাড়ির চালক মোহাম্মদ শফিক নামের এক যুবককে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া। তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকার উপর হবে। তাছাড়া তিনি জানিয়েছেন, গাড়িটিতে তল্লাশি চালানোর সময় গাড়ির মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটি আলাদা আলাদা নম্বরের নাম্বার প্লেট ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ক্রীড়া

অমরপুরে টি-২০ শুরুতেই অঘটন আরসিসি-কে হারিয়ে গোমতি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।উদ্বোদনী ম্যাচেই অঘটন। হারলো খেতাবের অন্যতম দাবিদার দল আর সি সি। গোমতি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেটে। মঙ্গলবার রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে গোমতি প্লে সেন্টার ৪ উইকেটে পরাজিত করে আর সি সিকে। বিজয়ী দলের দেবোত্তম ঘোষ প্রথম বল হাতে ২ উইকেট তুলে নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ২৫ রান করেন। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভার ৯ উইকেট হারিয়ো আর সি সি ৭৯ রান করে। দলের পক্ষে টুটন সরকার ৪১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ (অপ:) এবং রতন জমাতিয়া ১৬ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। গোমতি প্লে সেন্টারের পক্ষে দেবোত্তম ঘোষ (২/১০) এবং শাকিল হুসেন (২/২২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১৪ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় গোমতি প্লে সেন্টার। দলের পক্ষে দেবোত্তম ঘোষ ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, রাহুল সরকার ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ (অপ:) এবং রাহুল দাস ৩২ বল খেলে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। আর সি সি-র পক্ষে পাপাই দাস (২/১৮) এবং মনোজ দাশগুপ্ত (২/২৪) সফল বোলার।

লংতরাই ভ্যালিতে ক্রিকেট : বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে জয় ছিনিয়ে ইয়ং ব্লাড ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। ইয়ং ব্লাড ক্লাব ফাইনালে পৌঁছুলো। হেরে বিদায় আইতরমা ক্লাব। লংতরাই ভ্যালি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা চলছে। প্রথম সেমিফাইনালে আজ, মঙ্গলবার বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ইয়ং ব্লাড ক্লাব ভিজেডি মেথডে ৮ উইকেটের ব্যবধানে আইতরমা ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। খেলা ছিল হকো তুইসা গভর্মেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে। সকালে ম্যাচ শুরুতে বৃষ্টিতে ব্যাঘাত তৈরি হওয়ায় ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৫-এ স্থির করা হয়।

২৬.২ ওভারর খেলে আইতরমা ক্লাব চার উইকেট হারিয়ে ১৪৫ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। অতঃপর সময় গড়িয়ে গেলে ইয়ং ব্লাডকে ব্যাটিংয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়, ১০ ওভারে ৭১ রানের টার্গেট দিয়ে। ইয়ং ব্লাড ক্লাব ৭.৫ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। আইতরমা ক্লাবের পক্ষ ওপেনার সাজন ত্রিপুরার ৪২ রান, মনিলাল ত্রিপুরার ৪১ রান এবং সুরজিৎ ত্রিপুরার ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য হলেও কার্যত বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে পুরোটাই ভেস্তে যায় এবং ইয়ং ব্লাড ক্লাবের ওপেনার অমৃত দাসের ২৫ রান এবং সঞ্জয় মালাকারের ৩০ রান সংগ্রহ করার সুবাদে। বোলিংয়ে ইয়ং ব্লাড ক্লাবের অমৃত দাস ২৮ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছিল। এছাড়া, সোহেল চাকমা একটি করে এবং আইতরমা ক্লাবের পক্ষে অশীভূষণ ত্রিপুরা, মনিলাল ত্রিপুরা একটি করে উইকেট পেয়েছে। আগামীকাল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কল্পতরু ট্রাস্ট খেলবে বুলেট ক্লাবের বিরুদ্ধে।

ভারতীয় হকিতে শোকের ছায়া, প্রয়াত অলিম্পিক্সে পদকজয়ী ভারিন্দর সিং

জলন্ধর, ২৮ জুন (হি. স.) : প্রয়াত হলেন ১৯৭৫ সালে কুয়ালালামপুরে আয়োজিত হকি বিশ্বকাপে সোনা জয়ী ভারতীয় দলের তারকা ভারিন্দর সিং। মঙ্গলবার জলন্ধরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। ভারতীয় দলের হয়ে ভারিন্দরের ঝুলিতে রয়েছে বহু সাফল্য। ভারিন্দর সিং-এর প্রয়াণে ভারতীয় হকিতে শোকের ছায়া নেমে এল। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছে হকি ইন্ডিয়া।সাতের দশকে ভারতীয় হকি দলের হয়ে একাধিক সাফল্য পেয়েছেন ভারিন্দর। ১৯৭৫ সালে কুয়ালালামপুরে আয়োজিত হকি বিশ্বকাপে সোনা জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। সেই একবারই বিশ্বকাপের মঞ্চে সোনা জিতেছিল ভারতীয় হকি দল। তাও আবার চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ২-১ গোলে হারিয়ে। এ ছাড়াও ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত। সেই ভারতীয় দলেরও সদস্য ছিলেন ভারিন্দর সিং। আমস্টার্ডামে আয়োজিত ১৯৭৩ হকি বিশ্বকাপে, ১৯৭৪ সালে তেহরানে এবং ১৯৭৮ সালে ব্যাঙ্ককে আয়োজিত এশিয়ান গেমসে রূপো জয়ী ভারতীয় দলেরও সদস্য ছিলেন ভারিন্দর। ১৯৭৫ মন্টিয়াল অলিম্পিক্সেও ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি। একটা দীর্ঘ সময়ে ভারতীয় হকি দলের সাফল্যে অনস্বীকার্য অবদান রাখতে ২০০৭ সালে ধ্যানচাঁদ জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত করা হয় তাঁকে।

স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত, কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত

আগরতলা, ২৮ জুন।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা সাড়ে এগারোটায় আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় পৌরোহিত্য করেছেন ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য সূচী অনুযায়ী ক্লাবের সম্পাদক সুপ্রভাত দেবনাথ ও কোষাধ্যক্ষ অরিন্দম চক্রবর্তী যথাক্রমে বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘ বছর পর ক্লাবের রেকর্ড সংখ্যক সদস্য আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের শেষ পর্যায়ে আগামী দুই বছর, ২০২২-২০২৪ এর জন্য

ক্লাবের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রোটেম প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ ভেটারেন ক্রীড়া সাংবাদিক মণিময় রায় নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন সংক্রান্ত নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের নবগঠিত কার্যকরী কমিটিতে সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, সম্পাদক সুপ্রভাত দেবনাথ এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে উৎপল ভট্টাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে কিরিটি দত্ত, সহ-সম্পাদক হিসেবে অনির্বাণ দেব এবং কার্যকরী সদস্য হিসেবে অভিষেক দে ও কল্যাণ দেবনাথ নির্বাচিত হয়েছেন। নবগঠিত কমিটির পক্ষ থেকে ক্লাবের ঐতিহ্য অনুযায়ী সদস্যদের প্রদত্ত প্রস্তাব অনুসারে আগামী দিনে কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার প্রয়াস থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সর্বোপরি ক্লাবের সকল সদস্যদের এ বিষয়ে সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আসন্ন ২রা জুলাই, বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপনে বিশেষ কর্মসূচি রূপায়নের মধ্য দিয়ে নতুন কমিটি কার্যক্রম শুরু করবে বলে সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ব্যক্ত করেছেন। ক্লাবের সম্পাদক সুপ্রভাত দেবনাথ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

পিত্রাকামি ফুটবলে রাজাবাড়ী বিধ্বস্ত হাফ ডজন গোলে জয়ী তুলসীরাম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। তুলসীরাম পাড়ায় বিধ্বস্ত রাইয়াবাড়ি। পিত্রাকামি সুপার কাপ প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। মঙ্গলবার তুলসীরামপাড়া হাফ ডজন গোল পরাজিত করে রাইয়াবাড়ি চলকে। খেলা হচ্ছে পিত্রা কামি স্কুল মাঠে। আসরের উদ্যোক্তা পিত্রা কামি ক্লাব। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই বিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আগরতলার বিভিন্ন লিগে খেলা একঝাঁক প্রতিভাবান ফুটবলার। ভক্তসাধন জমাতিয়াতের ক্রমাগত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে রাইয়াবানির রক্ষণভাগের ফুটবলাররা। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে যায় তুলসীরাম পাড়া। এরমধ্যে দুটি গোল করেন বিষ্ণু ভক্ত জমাতিয়া। অপর গোলটি করেন সিনচুলাং জমাতিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের গতি আরও বাড়ান তুলসীরাম পাড়ার ফুটবলার। ওই অর্ধে গোল হয় আরও তিনটি। গোল তিনটি করেন ভক্ত সাধন জমাতিয়া, নাইসা জমাতিয়া এবং জন জমাতিয়া। খেলা পরিচালনা করেন কৃষ্ণ উদয় জমাতিয়া।আজ তৈরুপা খেলবে মৈতুলনের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ৫০ এবং ৩০ হাজার টাকা। এছাড়া থাকছে আকর্ষনীয় পুরস্কার।

স্কুল ক্রিকেট : কিশোরের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফাইনালের পথে বাইখোরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফাইনালের পথে আরেকধাপ এগিয়ে গেলো বাইখোরা স্কুল। কিশোর রিয়াং এর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে মঙ্গলবার বাইখোরা স্কুল ১৩৬ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে ব্রিন্তক সামাজিক সংস্থাকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়েই জয় পায় বাইখোরা স্কুল। নিজেদের পরিচিত মাঠ এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের পেয়ে শুরু থেকেই আধিপত্য বজায় রাখে বাইখোরা স্কুলের ক্রিকেটাররা। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বাইখোরা স্কুল ৩৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২০ রান করে। দলের পক্ষে অনুরাগ দেবনাথ ৪৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭, নয়ন দেবনাথ ২০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, কিশোর রিয়াং ৩০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২,সোহাগ দাস ১৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, দেব কুমার রিয়াং ১৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, সৈকত পাল ২৬ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং জয়ন্ত দেবনাথ ৩২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৮ রান। ব্রিন্তক সামাজিক সংস্থার পক্ষে রাকেস বিশ্বাস (৪/৬১), সৌরভ বসু (৩/২২) এবং সোহেল মগ (২/৭১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ব্রিন্তক সামাজিক সংস্থা ২৭.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯৪ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ২৭ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে রাকেশ বিশ্বাস ৭১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, অর্ঘদ্বীপ সেন ৩২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬, কৌস্তবা পাল ৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। বাইখোরা স্কুলের পক্ষে কিশোর রিয়াং (৪/২৮), অনুরাগ দেবনাথ (২/১৯) এবং দেব কুমার রিয়াং (২/৩৬) সফল বোলার।

রাজ্যভিত্তিক মা মানিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। পরিত্যক্ত হওয়া রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা হবে অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ১৩-১৮ অক্টোবর আসর করার জন্য দাবা ফেডারেশনের কাছে অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষ থেকে এখবর জানানো হয়েছে। ২৪ জুন থেকে দ্বিতীয়বর্ষ মা মানিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টিতে রাজ্যে বণ্যার পরিস্থিতি তৈরী হওয়ায় বাধ্য হয়েই আসর স্থগিত রাখা হয়েছিলো। পরে ওই আসর জুলাই বা আগস্ট মাসে করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তা করা যায়নি। তাই অক্টোবর মাসে পূজোর ঠিক পরেই আসরটি করার পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। এবং ফেডারেশনের কাছে অনুমোদন চেয়ে ই-মেইল পাঠানো হয়েছে। উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষে পান্না আহমেদ ওই খবর জানিয়েছেন।

টেস্টের ব্যাটিংটাই কি পাল্টে দিচ্ছেন বেয়ারস্টো

নিউজিল্যান্ডকে টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের ৩-০ ব্যবধানে হারানো ইংল্যান্ডের ক্রিকেটে নতুন দিনের শুরু নাকি টেস্ট ক্রিকেটের নতুন দিনের শুরুএ নিয়ে আমুদে তর্ক হতেই পারে। তবে টেস্ট ক্রিকেটে নতুন দিনের ব্যাটিংয়ের শুরুটা যে এ সিরিজে দেখা গেছে, সেটা বলাই যায়। আর এই শুরুর অগ্রনায়ক হলেন জনি বেয়ারস্টো। ট্রেন্ট ব্রিজ আর হেডিংলিতে টেস্টে ব্যাটিংয়ের সংজ্ঞাই যেন পাল্টে দিয়েছেন। ট্রেন্ট ব্রিজে ৯২ বলে ১৩৬ রানের ইনিংসের পর হেডিংলিতে প্রথম ইনিংসে ১৫৭ বলে ১৬২ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৬২ বলে অপরাজিত ৭১। নতুন ধারার টেস্ট ব্যাটিংবলাই তো যায়!

ট্রেন্ট ব্রিজে শেষ দিনে ২৯৯ রান তাড়া করে অসাধারণ জয়ের মুগ্ধতা কাটতে না কাটতেই হেডিংলিতে শেষ দুই দিনে ২৯৬ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে দেখাল ইংল্যান্ড। ব্রেন্ডন ম্যাককালামকে টেস্ট দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর যে নতুন দিনের বার্তা বাতাসে ছড়িয়েছিল ইংল্যান্ড, সেটিই বাস্তবে পরিণত করে দেখাল বেন স্টোকসের দল। হেডিংলিতে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড যখন ৬ উইকেট হারিয়ে ৫৫ রান তুলে ধুঁকছে, তখন বেয়ারস্টো অভিষিক্ত জেমি ওভারটনের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে লিড এনে দেন।

‘ফাস্ট বোলার’ হিসেবে সুযোগ পাওয়া ওভারটনের অবশ্য দুর্ভাগ্য। ৯৭ রানে আউট হয়েছেন তিনি। বোলার হিসেবে টেস্টে অভিষিক্ত হয়ে শতরান করার অনন্য নজিরটা তিনি স্থাপন করতে পারেনি। কিন্তু নায়ক তাঁরা দুজনই। তাঁদের রেকর্ড ২৪১ রানের জুটিতে ইংল্যান্ড ম্যাচের নিয়ন্ত্রণটা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তবে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, বেয়ারস্টোর ইনিংস এতটাই ইতিবাচক ছিল যে ওভারটনও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে।নিজের ঘরের মাঠ হেডিংলিতে তাঁর এই ইনিংসকে ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অন্যতম সেরাই বলছেন সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন, ‘হেডিংলি বেয়ারস্টোর নিজের ঘরের মাঠ। এ মাঠে শতরান এমনিতেই তাঁর জন্য বিশেষ হতো। এ মাঠে ইংল্যান্ডকে জেতানো দারুণ কিছুই হতো। তাঁর এই ইনিংস আমার দেখা দুর্দান্ত এক ইনিংস। ইংলিশ ক্রিকেটে সেরা সময় কাটানো ব্যাটসম্যান বেয়ারস্টো। সে ‘‘বাজবলে’’র (ব্রেন্ডন ম্যাককালাম) ছন্দটা ধরিয়ে দেয়। তার ব্যাটিংয়ে উন্মত্ততা ছিল না, ছিল একরাশ ইতিবাচকতা।’

বেয়ারস্টোর জন্য ২০২২ সালটা শুরু হয়েছিল দারুণ।

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল (২০২২)

Tripura Board of Joint Entrance Examination-এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা ২০২২-এর ফল ২৯ এ জুন, ২০২২ (বুধবার) বিকাল ৪টায় প্রকাশ করা হবে। রাষ্ট্রীয় সুচনা বিজ্ঞান কেন্দ্র (National Informatics Centre) ত্রিপুরা শাখার সক্রিয় সহযোগিতায় ও তত্ত্বাবধানে নির্মিত নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলির মাধ্যমে এই পরীক্ষার ফল জানা যাবে।

মোবাইল থেকে SMS-এর মাধ্যমে ফল জানার জন্য TBJEE<space>4-digit যুক্ত Roll No. টাইপ করে 7738299899 নম্বরে পাঠাতে হবে।

ক) http://tbjee.nic.in
খ) http://tripura.gov.in
গ) https://tbresults.tripura.gov.in

স্বাঃ অস্পষ্ট
চেয়ারম্যান
ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগ্জামিনেশান্
ICA/D/471/22

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WEST DIVISION :: KHUMULWNG.
NOTICE INVITING TENDER NO:-07/EE/WVADC/2022-2023/dated, 27-06-2022.

Sealed percentage rate tenders are invited in PWD Form-7 by the Executive Engineer, West Division, TTAADC on behalf of T.TAA.D.C authority from bonafied resourceful construction Agencies/ firms/ Enlisted contractors registered in appropriate class of TTAADC/ any State PWD/CPWD/MES/ Railway P&T upto 3.00 P.M on 08-07-2022 for the following work:

SI.No	Name of work & DNIT No	Estimated cost	Eamest money	Time of completion
1	2	3	4	5

1. Mtc. of double storied building and construction of toilet block at 1st floor of old Khumpul Academy School building & Installation of 2 HP Submersible pump Khumulwng under H/Q Complex, Khumulwng Sub-Zone During the year 2022-23.
DNIT NO:-06/DNIT/EE(W)/ADC/2022-23. Dt. 15/06/22
Rs11,39,620.00 Rs 11,396.00 60days
2. Mtc. of 2(Two) nos. building and Mtc. of toilet block at old khumpui Academy School Building, Khumulwng, under H/Q Complex, Khumulwng Sub-Zone During the year 2022-23.
DNIT NO:-05/DNIT/EE(W)/ADC/2022-23. Dt. 15/06/22
Rs. 10,68,481.00 Rs 10,685.00 60days

Detailed tender notice and terms and condition can be seen at the office of the undersigned during office hours on any working day upto 1500 Hrs. of 04-07-2022 and web site of TTAADC.
For detailed please visit.
For details please visit:
www.ttaadc.gov.in

Sd/-(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
West Division,
TTAADC, Khumulwng
TTAADC/ICA&T.C-31/2022

Press EOI Notice No. 05/EE (FY)/2021-2022 Dated:27/06/2622

Notice Inviting EOI

The undersigned invites Expression of Interest (EOI) for Self-design, Supply, installation & commissioning of the following unit, through e-Procurement website **https://tripuratenders.gov.in** Bid submission end date on 11/07/2022, 3.00 PM.

Sl. No.	Name of work	Estimated cost
1	Expression of Interest (EDI) for Self-design, supply, installation & commissioning of Recirculatory Aquaculture System (RAS) unit. DNIT No.EE(FY)/2022-23/03 (2nd Call)	Rs.15.00 lakh for 2(two) units

Sd/-(ER. C. Reang)
Executive Engineer
Department of Fisheries
Tripura, Agartala.
ICA-C-1015-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT- 13/EE/RD/KGT/DIV/2022-23 Dt.13/06/2022

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on Double bid system from the eligible bidders up to 2.00 A.M. of 08/07/2022 for 01 (One)nos. work. For details visit website **httqs://tripuratenders.gov.in**/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail-een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
ICA-C-1024-22

NIQ No.F.6 (1)/BDO/JLB/DEV/SBM(G)/2020-21/ Dated, 27/06/2022

The Block Development Officer, Jolaibari RD Block, South Tripura invites Quotation from the eligible bidders up to 15.00 hours on 11-07-2022 for procurement of 40-liter bucket with swing lid. For details visit at the office of BDO, Jolaibari RD Block.
* EMD Rs.5000/-(Rupees five thousand) (Deadline of submission of Bid is 11/07/2022 upto 3.00 PM.)
* Place, time & date of opening bid is on 11/07/2022 at 4.00 pm at the chamber of BDO, Jolaibari (if possible)

NB :- All details can be seen in the office of the undersigned. All requisite documents to be submitted along with bid for Eligibility of bidder. For any query, please contact No. 7628038682 & 9436796099 or Visit office of the undersigned (office hours & working days only).

Sd/-(Manas Bhattacharya)
Block Development Officer
Jolaibari R.D Block Sotth Tripura
ICA-C-1029-22

No.F.3(4)-SF(KLS)/DEV/TENDER/LPC/2022-23/ 306 Dated, Kailashahar the 20th June,2022.

RE-TENDER CANCELLATION NOTICE

Re-Tender invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura for supply of Major Carp Fingerlings for implementation of scheme'CHIEF MINISTER SWANIRBHAR PARIVAR YOJANA" Under different GP/VC of Gournagar Block areas under KailashaharSub-Division, vide Re-Tender No.F.3(4)-SF(KLS)/DEV/TENDER/LPC/2022-23/282-90 Dt. 15-06-2022 previously advertised in Dainik Sambad on 18-06-2022 is hereby cancelled due to unavoidable circumstances.

Sd/- (P. K. NATH)
Supdt. of Fisheries.
Kailashahar, Unakoti Tripura.
ICA-C-1020/22

CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by Sri Sujit Das, Fr I/C FPU, Bagafa under Bagafa Range on 23.05.2022 vide his No F 3/FPU-Bagafa/For-2022-23/ 92-94 dated 04.05.2022 and forwarded by RO Bagafa that Sri Sujit Das, FR I/C FPU, Bagafa under Bagafa Range intercepted 1 (one) nos. Vehicle bearing Registration No. TR03B-1641 (Mahindra Maxi Truck) Engine No. GA91E18079, and Chasis No. MA1RZ2GAA91E32614, on 23.05.2022 at 2.20 PM, at Muhuripur under Muhuripur Beat area Loaded with Illegally carrying volume 2.00 Cum River Sand without any valid document.

AND WHERES, Sri Sujit Das, Fr I/C FPU, Bagafa under Bagafa Range e seized the said vehicle (Mahindra Maxi Truck) bearing Registration No. TR03B-1641 (Mahindra Maxi Truck) Engine No GA91E18079, and Chasis No. MA1RZ2GAA91E32614, and brought into the safe custody of Range Office Complex Bagafa.

AND THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon by the Notification No. F.7(310)/For/FP/2016/25701-747 dated 15.11.2016 of the Forest Department ,Govt. of Tripura as Authorized officer for the purpose of the Sub-Section 2 of Section 52(A) of Indian Forest Act,(Tripura 2nd Amendment) Act,1986, It is contemplated to confiscate the said vehicle bearing Registration No. TR03B-1641 (Mahindra Maxi Truck) Engine No. GA91E18079, and Chasis No. MA1RZ2GAA91E32614, for its use in commission of Forest Offence U/S 41, &42&52(A) IFA, 1927 and rules made there under by the Govt, of Tripura

Now THEREFORE, it is brought to the notice of the legal owner of the said (Bolero Pick UP)) bearing Registration No. TR03B-1641 (Mahindra Max Truck) Engine No. GA91E18079. and Chasis No. MA1RZ2GAA91E32614, to prefer his/her claim over the said vehicle in writing to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Bagafa Forest Sub-Division), within 30(thirty) days from the date of issue of this notice or through his/her legally authorized person submitting all the relevant valid documents in original in support to his /her claim. Till such time said (Bolero Pick UP) TR03B-1641 (Mahindra Maxi Truck) Engine No GA91E18079, and Chasis No. MA1RZ2GAA91E32614, will remain under the and brought into the safe custody of Range Office Complex Bagafa. If the authorized owner of said vehicle (Bolero Pick Up) TR03B-1641 (Mahindra Maxi Truck) bearing Registration No. TR TR03B-1641 (Mahindra Maxi Truck) Engine No. GA91E18079, and Chasis No. MA1RZ2GAA91E32614, fails to prefer his/her claim within the stipulated date on any working days, the decision regarding confiscation of the same will be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature this day on22nd June, 2022

Sd/- Illegible
(Authorized Officer)
Sub-Divisional Forest Officer
Bagafa: South Tripura
ICA-D-476/22

মঙ্গলবার বিধায়ক পদে শপথ নিলেন কংগ্রেসের সুদীপ রায় বর্মণ (বায়ে), বিজেপির মলিনা দেবনাথ (মাঝে) এবং স্বপ্না দাস (পাল) (ডানে)

বিশালগড়ে বিজেপির বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুন।। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশালগড় মন্ডলের উদ্যোগে এক ধন্যবাদ ও বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয় ।উক্ত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায়, প্রদেশ বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি নবাদুল বনিক,সিপাহীজলা জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক,সহ সভাপতি অমল দেবনাথ,বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব সহ ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা ও মন্ডল স্তরের সমস্ত কার্যকর্তাগন।

ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে তিন কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থীদের বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী করানোর জন্য মঙ্গলবার এই ধন্যবাদ ও বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। বিশালগড় মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্যই রাজ্যের উপনির্বাচনে এই বিশাল জয়। তিনি ব্যক্তিগত এবং বিশালগড় মন্ডলের পক্ষ থেকে সমস্ত কার্যকর্তাদের হার্দিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানান। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাজকর্মে খুশি হয়ে জনগণ বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করেছেন। আজকের এই মিছিলে কার্যকর্তাদের স্বতস্ফূর্ত উল্লাস ছিল লক্ষণীয়।

জর্ডনের বন্দরে ক্লোরিন গ্যাস লিক করে মৃত ১২, অসুস্থ কমপক্ষে ২৫০ জন

আম্মান, ২৮ জুন (হি.স.): ক্রেনের মাধ্যমে জাহাজে ক্লোরিন ভরা ট্যাঙ্ক তুলতে গিয়ে বড়সড় বিপত্তি। জর্ডনের আকাবা বন্দরে ট্যাঙ্ক ফেটে বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস লিক করে মৃত্যু হল কমপক্ষে ১২ জনের। বিষাক্ত গ্যাস শরীরে গিয়ে অসুস্থ হয়েছেন প্রায় ২৫০ জন। জর্ডনের আকবা বন্দরে একটি জাহাজে ক্লিোন ভর্তি ট্যাঙ্ক লোড করা হচ্ছিল। সেই সময় ক্রেন ছিঁড়ে একটি ট্যাঙ্ক নীচে পড়ে যায়। মুহূর্তে তা ফেটে বিপুল পরিমাণে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে বন্দর চত্বরে। ক্রেনে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে জানা গিয়েছে।

ক্রেন থেকে একটি ট্যাঙ্ক নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ হয়। আর তারপরেই হলুদ ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। পাশাপাশি গ্যাস থেকে বাঁচতে বন্দর কর্মীদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। অসুস্থ ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারও কারও অবস্থা সঙ্কটজনক। প্রতিরক্ষা দফতরের তরফে এলাকা রাসায়নিক মুক্ত করতে বিশেষ দল পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলের ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা প্রত্যেক বাসিন্দাদের ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরেই থাকতে পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

তেলিয়ামুড়া থানার জীপ নিয়ে বেকায়দায় পুলিশকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। আসামি নিয়ে আদালতে যাওয়ার সময় মাঝপথেই অচল হয়ে পড়ে তেলিয়ামুড়া থানার গাড়ি। দীর্ঘ ঘন্টা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর মেহনত করেও গাড়িটি যাতায়াতের উপযোগী করতে ব্যর্থ হয়েছে তেলিয়ামুড়া থানার থানা বাবুরা। তেলিয়ামুড়ার থানা বাবুদের এহেনো হাল দেখে পথচলতি সাধারন মানুষেরাও মুখখানা লুকিয়ে একটি মুচকি হাসি দিয়ে পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। এই ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া-খোয়াই সড়কের ইচারবিল এলাকায়।

জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানার খাকি উর্দিধারী পুলিশবাবুরা মাদক মামলার আসামি নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার টিআর০১ডি ০৯৯৩ নম্বরের জিপ খোয়াই আদালতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে, তেলিয়ামুড়া থানা থেকে গাড়িটি মাত্র তিন কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতেই ইচারবিল এলাকায় আসা মাত্রই সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে। একদিকে গাড়িতে মাদক মামলার আসামি, অন্যদিকে বিকল তেলিয়ামুড়া থানার গাড়ি। তড়িঘড়ি অচল গাড়িতে থাকা পুলিশ বাবুরা চুপিসারে ফোন যুগে খবর পাঠায় তেলিয়ামুড়া থানায়। দীর্ঘ আধঘন্টা বিকল গাড়িতে আসামি নিয়ে তীর্থের কাকের মত ঠায় বসে থাকে তেলিয়ামুড়া থানার কর্তব্যরত পুলিশ বাবুরা থানার অন্য আরেকটি গাড়ি আসবে সেই সাহায্যের আশায়। পরবর্তীতে দীর্ঘ আঁধ ঘন্টা পর সাহায্য করতে ইচারবিল এলাকায় পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার অন্য আরেকটি গাড়ি, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে আসামিকে নামিয়ে তেলিয়ামুড়া থানা থেকে সাহায্য করতে আসা অপর গাড়িটিতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় খোয়াই আদালতে। তেলিয়ামুড়া থানার যানবাহনের এরকম অবস্থা আজকের নয়, অভিযোগ উঠে আসছিল দীর্ঘদিন ধরেই। উল্লেখ করা যায়, আজ থেকে মাস পূর্বে তেলিয়ামুড়া থানা থেকে আসামি নিয়ে খোয়াই আদালতে যাওয়ার সময় কল্যাণপুর বাগানবাজার এলাকায় যাওয়া মাত্রই বিকল হয়ে পড়েছিল তেলিয়ামুড়া থানার গাড়ি, পরবর্তীতে নাক কান কাটা যাওয়ার ভয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অটো গাড়ি যুগে আসামি কে নিয়ে যায় খোয়াই আদালতে। দীর্ঘদিনের অভিযোগের পরেও সঠিক তথ্য প্রমাণের অভাবে তেলিয়ামুড়া থানার জড়াজীর্ণ যানবাহনগুলির বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মঙ্গলবার সেই চিত্র উঠে এল আমাদের ক্যামেরায়। দীর্ঘদিন ধরে তেলিয়ামুড়া থানার ব্যবহৃত যানবাহনগুলি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু সারাই -এর কোন উদ্যোগ নেই তেলিয়ামুড়া থানা কর্তৃপক্ষের। তেলিয়ামুড়া থানার এই বেহাল যানবাহন গুলি যে কোন সময় যে কোনো স্থানে বিকল হয়ে পড়ে। ফলে থানার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এখন এটাই দেখার বিষয় তেলিয়ামুড়া থানার ব্যবহৃত বেহাল যানবাহন গুলি সারাই -এ কবে নাগাদ উদ্যোগ গ্রহণ করে তেলিয়ামুড়া থানা কর্তৃপক্ষ।

তেলিয়ামুড়ায় পরিচারিকা ভাতা প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচারিকা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ নীতি অবলম্বন করাতে বঞ্চিত প্রকৃত পরিচারিকা ভাতা থেকে একাংশ পরিচারিকারা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধীনস্থ ব্রহ্মছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। জানা গেছে, বিগত বামফ্রন্ট সরকার যে সকল মহিলারা অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন তাদের জন্য পরিচালিকা ভাতা প্রকল্প চালু করেছিল। আর সেই পরিচারিকা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিচারিকাদের বাদ দিয়ে যারা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন না একাংশ তাদের মধ্যে এই ভাতা প্রদান করার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে। এমনই এক ঘটনার অভিযোগ উঠে এলো তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধীনস্থ ব্রহ্মছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বঞ্চিত একাংশ পরিচারিকাদের মধ্য থেকে। জানা গেছে, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক ব্যাবস্থায় এই পঞ্চায়েতের ৪৭ জন মহিলাদের মধ্যে পরিচারিকা ভাতা প্রদান করা হয়। আর তাতে করে সেই সময় থেকে পাঁচশত টাকা করে সরকারিভাবে পরিচারিকা ভাতা পেয়ে আসছে। এদিকে পঞ্চায়েতের এক জনপ্রতিনিধি অভিযোগ করে জানান, এমন অনেকজন মহিলা পরিচারিকা ভাতা পাচ্ছে যারা অন্যের বাড়িতে কোনদিন কাজ করতে দেখেননি। তিনি নাম ধাম দিয়ে বলেন, শিখা রানী চৌধুরী; স্বপ্না সরকার এবং রুমা সরকার তারা অর্থের দিকে স্বাবলম্বী এবং কারোর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন না। তারপর দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে পরিচারিকা ভাতা হাতিয়ে নিচ্ছে। তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন, কিছুদিন পূর্বে প্রকৃত পরিচারিকা ভাতা প্রদানের জন্য তেলিয়ামুড়া ব্লকে গ্রাম সভা করে তালিকা প্রদান করা হয়েছে প্রকৃত মহিলা পরিচারিকাদের জন্য ভাতা প্রদান এবং অযোগ্যদের পরিচারিকা ভাতা প্রদান তালিকা থেকে নাম কাটার জন্য। কিন্তু তারপরও ব্লক প্রশাসন সে বিষয়ে কোনো কর্ণপাত না দেওয়াতে ক্ষোব্দ একাংশ বঞ্চিত পরিচারিকারা। প্রকৃত গৃহ-পরিচারিকাদের পক্ষ থেকে দাবি উঠছে ভুঁয়া পরিচারিকা ভাতা যারা দিনের পর দিন পাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক ব্লক প্রশাসন এবং প্রকৃত পরিচারিকাদের চিহ্নিত করে তাদের অতি দ্রুত গৃহপরিচারিকা ভাতা প্রদানের প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হোক।

ভারতে সংক্রমণ কমে ১১,৭৯৩; মৃত্যু বৃদ্ধি পেয়ে ২৭, সক্রিয় রোগী ৯৬-হাজারের বেশি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কমে এসেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৭৯৩ জন। এই সময়ে দৈনিক মৃত্যু বৃদ্ধি পেয়ে ২৭-এ পৌঁছেছে। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯৬ হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৭৯৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯৬,৭০০-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,২৮০ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৯ লক্ষ ২১ হাজার ৮১১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৭,৩১,৪৩,১৯৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৫,৪৭ জন (১.২১ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৯,৪৮৬ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৭,৯৭,০৯২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৫৭ শতাংশ। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মদের আসরে ঝগড়া, দায়ের কোপে গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। মদের আসরে মারপিটের ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। দায়ের কোপে গুরুতর জখম হয়েছেন এক ব্যক্তি। ঘটনা কদমতলা থানা এলাকার রানিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাইছড়ি ৪ নং ওয়ার্ডে সোমবার রাতে।

গ্রামের একটি বাড়িতে চলছিল মদের আসর। আসরে ছিল বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী। এই আসরের মধ্যেই দেবু তাঁতী ও শিলু তাঁতীর মধ্যে পাওনা টাকা নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক সময় বিবাদ চরমে পৌঁছে গেলে শিলু তাঁতী দা দিয়ে দেবুর বুকের মধ্যে কোপ বসিয়ে দেয়। সাথে সাথে হাল্লা চিৎকার শুরু হয়।

তড়িঘড়ি আশপাশের মানুষজন ছুটে এসে প্রেমতলা ফায়ার সার্ভিস কে খবর দেয়। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি করে দেবুকে রক্তাক্ত অবস্থায় কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে আনা হয়। খবর দেওয়া পুলিশকে। কদমতলা থানার পুলিশ সোমবার রাতেই শিলু তাঁতিকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। অপরদিকে দেবু তাঁতীর অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকরা।

কদমতলা থানার পুলিশ এই ঘটনায় একটি মামলা নিয়েছে। চা বাগিচা এলাকায় মদের রমরমা বাণিজ্য চলে। এরকম মদের আসর থেকে ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয় প্রায়ই।

খুমুলুঙে ভাষা উন্নয়ন কমিটির সভা

আগরতলা, ২৮ জুন।। গতকাল থেকে ৩ দিন ব্যাপী খুমুলুঙে এডিসির ককবরক দপ্তরের উদ্যোগে ভাষা উন্নয়ন কমিটির সভা শুরু হয়েছে। স্থানীয় ককবরক লাইব্রেরীতে ককবরক, শিক্ষা এবং পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মার উপস্থিতিতে হালাম, চাকমা, গারো, মগ এবং লুসাই ভাষা উন্নয়ন কমিটির সভা হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ককবরক দপ্তরের প্রধান আধিকারিক বিনয় দেববর্মা সহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় জানানো হয় হালাম, চাকমা, মগ, গারো ও লুসাই এই ভাষাগুলো উন্নয়ন করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছে ককবরক, শিক্ষা এবং পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিওরঞ্জন দেববর্মা। সদস্য সচিব হয়েছেন ককবরক দপ্তরের প্রধান আধিকারিক বিনয় দেববর্মা। এদিকে হালাম, চাকমা, মগ, গারো ও লুসাই এই ভাষাগুলো উন্নয়ন করার জন্য পৃথক পৃথক কমিটি করা হয়েছে। এর মধ্যে হালাম ভাষার উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা হলেন কমল বংচের, যশোয়া হালাম, লালডুংথাঙ্গা কাইপেঙ, সাজম মলসম এবং পল রাঙখল। এছাড়া চাকমা ভাষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা হলেন এমডিসি বিমল চাকমা, হেমন্ত কুমার চাকমা, নিরঞ্জন চাকমা, হলিউড চাকমা ও যোগমায়া চাকমা। এছাড়াও মগ ভাষার উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা হলেন ক্রাইরি মগ চৌধুরী, উষাজয় মগ, উনুচিং মগ, চিংসামং মগ এবং গৌতম মগ। তাছাড়া গারো ভাষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা হলেন সুভাষ মারাক, ফুরান মারাক, শান্তিময়ী চিরান, পিন্টু চন্দ্র গাগরা, প্রকাশ চিসিম। তাছাড়াও লুসাই ভাষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা হলেন জে ডি মুইয়া, লালনুন সাঙ্গা রালতে, ডাস্টিনলাল কুলপুইয়া, লালথাপুইয়া সাইলো এবং লালধুনপুই। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ককবরক দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিওরঞ্জন দেববর্মা জানান প্রত্যেক জনগোষ্ঠীদের ভাষা উন্নয়নের জন্য বর্তমান এডিসি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এই কাজকে সফল করে তোলার জন্য বিভিন্ন ভাষার বুদ্ধিজীবিদের সহযোগিতা করার জন্য শ্রীদেববর্মা আহ্বান রাখেন।

রিলায়্যান্স জিও-র ডিরেক্টর পদে ইস্তফা মুকেশ অম্বানির, দায়িত্বে ছেলে আকাশ

মুম্বই, ২৮ জুন (হি. স.) : রিলায়্যান্স জিও-র ডিরেক্টর পদে ইস্তফা দিলেন মুকেশ অম্বানি। নতুন ডিরেক্টর হচ্ছেন নন এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর মুকেশ অম্বানি-পুত্র আকাশ। সংস্থার তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে মুকেশ অম্বানির ইস্তফার খবর দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেতে চলেছেন আকাশ। আর এমন একটা সময়ে সংস্থার নন এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে আকাশ অম্বানির নাম ঘোষণা করা হল, যখন দেশে আর কয়েকদিন বাদেই শুরু হতে চলেছে ফাইভ-জি পরিষেবা।

বারাণসী-লখনউ হাইওয়েতে উল্টে গিয়ে খাদে পড়ল মিনিবাস; মৃত্যু দু”জনের, আহত ৯

সুলতানপুর, ২৮ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাওয়ার পর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি মিনিবাস। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু”জনের ও ৯ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সুলতানপুর জেলার লাম্ভুয়া থানা এলাকায়, বারাণসী-লখনউ হাইওয়ের ওপর। মৃত এক ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য লখনউ থেকে বারাণসী যাচ্ছিলেন একই পরিবারের সদস্যরা।

সেই সময় বারাণসী-লখনউ হাইওয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় মিনিবাসটি, এরপর মিনিবাসটি রাস্তার ধারে খাদে পড়ে যায়। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে হাত লাগান, পরে পুলিশও আসে। দুর্ঘটনাস্থলেই দু”জনের মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে সুলতানপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের নাম-রাজেন্দ্র অবস্থি (৫৫) ও চালক ওমকার নাথ যাদব (৪৫)। লাম্ভুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা এ কে সিং জানিয়েছেন, মিনিবাসের সামনে আচমকাই একটি ষাঁড় এসে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

নতুন প্রধান বিচারপতি পেল দিল্লি হাইকোর্ট, শপথ নিয়েছেন জাস্টিস সতীশ চন্দ্র শর্মা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): নতুন প্রধান বিচারপতি পেল দিল্লি হাইকোর্ট। মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা। দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনাকে এদিন বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মাকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির রাজ নিবাসে আয়োজিত হয় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান।

সেখানেই বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মাকে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রসঙ্গত, বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা এর আগে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কৃষকদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। কৃষকরা হলেন দেশের অন্নদাতা। তারা দেশের মেরুদন্ড। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের বর্তমান সরকার দেশের কৃষকদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ নাগিছড়া উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রে রাজ্যের প্রথম ইন্টিগ্রেটেড প্যাক হাউসের উদ্বোধন করে একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী কৈলাস চৌধুরী এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় নতুন নির্মিত প্যাক হাউসের ফলক উন্মোচন করেন এবং প্যাক হাউসটি পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত দিনে রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মর্যাদা দেওয়া হতনা। বর্তমানে কৃষকদের ফসলের সঠিক দাম এবং ফসলের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এরকম প্যাক হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। এরকম ইন্টিগ্রেটেড প্যাক হাউসে কৃষকের ফসল সহজভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যাবে। এতে ফসলের বাজারজাতকরণেও অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, আগামী দিনে রাজ্যে এরকম আরও প্যাক হাউস নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্যে উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন বছরে ১৪.৫০ মেট্রিকটন। বর্তমানে রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের মশলা উৎপাদন করা হচ্ছে। রাজ্যের বাইরেও যার বিশেষভাবে কদর রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের কুইন আনারস, কাঁঠাল, সুগন্ধি লেবু দেশ বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের ফসলকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে প্রসারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মুল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। এতে কৃষকগণ লাভবান হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যুবকরা কৃষিকাজকে ভিত্তি করে আত্মনির্ভরতার দিকে মনোযোগী হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী কৈলাস চৌধুরী বলেন, রাজ্যের কৃষকরা তাদের ফসল রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছিল, এই প্যাক হাউস নির্মাণের মধ্য দিয়ে অনেকটা লাঘব হবে। আগামীতে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এরকম প্যাক হাউস যাতে নির্মাণ করা যায় সেই উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ার পর দেশের কৃষকরা তাদের ফসলের সঠিক দাম পাচ্ছেন। কৃষকগণ আত্মনির্ভর হতে সক্ষম হচ্ছেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কৃষি ক্ষেত্রের জন্য ছয়গুণ বাজেট বাড়িয়েছে।

তিনি বলেন, এখন কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে এবং কৃষকদের উন্নয়নে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষক কল্যাণে নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি কৃষক কল্যাণে নেওয়া বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা গ্রহণ করার জন্য কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের সার্বিক উন্নতির কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক দাম পেতে পারে সেইজন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্যের আনারস, কাঁঠাল আজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার দেশের কৃষকের সঠিক মর্যাদা দিচ্ছেন।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপুর্ব রায়। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন উদ্যান দপ্তরের উপঅধিকর্তা ড় রাজীব ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ফনিভূষণ জমাতিয়া প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।